চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করছে বিশ্বের ১১০ কোটি মানুষ: জাতিসংঘ
সারে-জমিন

রাজনৈতিক ময়দানে ফের নামলেন অনুব্রত
রূপসী বাংলা

চিকিৎসা অঙ্গনে অভিযুক্তদের বিচার চাই
সম্পাদকীয়

মাসব্যাপী জল যন্ত্রণা, গ্রামে হল না লক্ষ্মীপুজো
সাধারণ

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

শুক্রবার
১৮ অক্টোবর, ২০২৪
২ কার্তিক ১৪৩১
১৪ রবিউস সানি, ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৪৬ রানে শেষ ভারতের ইনিংস
খেলতে খেলতে

Vol.: 19 ■ Issue: 280 ■ Daily APONZONE ■ 18 October 2024 ■ Friday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

মুসলিম বিধায়কদের সিংহভাগই বিধানসভায় নীরব কেন?/২

ওবিসি কিংবা ওয়াকফ নিয়ে কেউ কোনও রা কাড়েননি

জাইদুল হক

আপনজন: রাজ্য বিধানসভার চতুর্থ সেশন চলে ২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। যদিও মৌখিক প্রশ্নোত্তর পর্বের শেষ দিন ছিল ২ আগস্ট। তার মধ্যে অনেক জল গড়িয়েছে। দি অপরাজিতা ওম্যান অ্যান্ড চাইল্ড বিল, ২০২৪ পাশ হয় এই অধিবেশনে। তা নিয়ে বহু আলোচনা হয়। আর জি কর কাণ্ডে আবহে পাশ হওয়া এই অপরাজিতা বিলের বিশেষত্ব হল নয়া শাস্তির বিধান, যার মধ্যে অন্যতম হল: ধর্ষণে শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও জরিমানা অথবা মৃত্যু, গণধর্ষণের ক্ষেত্রে জরিমানা ও আমৃত্যু কারাদণ্ড ও মৃত্যু ইত্যাদি।
আরজি কর কাণ্ডের জেরে এই বিল পাশ করতে বাধ্য হয় শাসক দল। তবে, রাজ্যে আরও যেসব বিষয় বহুল চর্চিত তার মধ্যে অন্যতম হল কলকাতা হাইকোর্টের রায়ে রাজ্যের ওবিসি শংসাপত্র বাতিল, কেন্দ্রীয় সরকারের ওয়াকফ সংশোধনী বিল প্রভৃতি। ওবিসি বাতিল নিয়ে আর ওয়াকফ সংশোধনী বিল নিয়ে রাজ্য জুড়ে সংখ্যালঘুদের মধ্যে প্রতিবাদের ঢেউ চলছে অনেক আগে থেকেই। অথচ, এই দুটি প্রসঙ্গ নিয়ে রাজ্য বিধানসভায় কোনও আলোচনাই হয়নি। কলকাতা হাইকোর্টের পরামর্শ মতো রাজ্য বিধানসভায় ওবিসি বিল পাশ করানো নিয়ে কিংবা কেন্দ্রীয় সরকারের ওয়াকফ সংশোধনী বিলের বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাব নিয়ে কোনও উচ্চবাচ্য শোনা যায়নি। এমনকী কোনও সংখ্যালঘু বিধায়ককেও ওবিসি বাতিল কিংবা ওয়াকফ সংশোধনী বিলের বিরোধিতা করে নিদেনপক্ষে মৌখিক প্রশ্নের কথা শোনা যায়নি। যদিও এই সব সংখ্যালঘু বিধায়ক বিধানসভার বাইরে এসে বিভিন্ন মিটিং, মিছিল, সেমিনারে গিয়ে যথেচ্ছ উদ্বেগ প্রকাশ করে চলেছেন। তারা হয়তো ভুলে গেছিলেন বিধানসভায় রাজ্যের সংখ্যালঘুদের ওবিসি আর ওয়াকফ নিয়ে চিন্তার কথা তুলে ধরতে। তাই বিধানসভা অধিবেশনের পরে প্রতিবাদের ঢাল হিসেবে সোশ্যাল মিডিয়াকেও ব্যবহার করে চলেছেন।
তবে, সংখ্যালঘু বিধায়করা ওবিসি বিল বাতিল কিংবা ওয়াকফ সংশোধনী বিল নিয়ে বিধানসভায় কোনও আলোচনার প্রয়োজন মনে না করলেও অন্য নানা জরুরি বিষয়ে কিন্তু কতিপয় সংখ্যালঘু বিধাযক বিধানসভায় সরব হয়েছেন। তার মধ্যে অনেকেই নিজের বিধানসভা ক্ষেত্রের উন্নয়নের বিষয় যেমন তুলেছেন তেমনি রাজ্যের সামগ্রিক বিষয়ের ক্ষেত্রও তুলে ধরেছেন। এমনকী কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের সংখ্যালঘু উন্নয়নে কোনও বৈসম্য করছে কিনা তার জন্য তথ্য জানতে চাওয়া হয়েছে।
৩১ জুলাই, ২০২৩ সওকাত মোল্লা জানতে চান, বিগত পাঁচ বছরের তুলনায় ২০২১-২২ ও ২০২২-২৩ বর্ষে রাজ্যে সংখ্যালঘু উন্নয়নে কেন্দ্রীয় বরাদ্দ কত পরিমাণ হ্রাস বা বৃদ্ধি পেয়েছে।
ঐতিহ্য বা ঐতিহাসিক বিষয় নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন। রফিকুল ইসলাম মণ্ডল জানতে চান, কলকাতা শহরে ঐতিহ্যবাহী ট্রামকে বাঁচাতে সরকার কি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।
উপেক্ষিত স্বাধীনতা সংগ্রামী তিতুমিরের জন্মভিটে উত্তর ২৪ পরগনার নারকেলবেড়িয়ার কথা প্রথম কিস্তি তার উল্লেখ করলেও পুনরায় জানাই, ২০২৪ সালের ১ আগস্ট বিধানসভায় মৌখিক উত্তরের জন্য প্রশ্নাবলি তুলে ধরেন নওশাদ সিদ্দিকী। তিনি বিধানসভায় জানতে চান, ঐতিহাসিক নারকেলবেড়িয়া গ্রামকে পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার কোনও পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা। আর থাকলে তা কবে নাগাদ বাস্তবায়িত হবে বলে আশা করা যায়।
শিক্ষার উন্নয়ন নিয়ে অনেকেই জানতে চেয়েছেন। এ বিষয়ে গত ২ আগস্ট নওশাদ সিদ্দিকী বিধানসভায় জানতে চান, ২০২৪-এর ৩১ মের মধ্যে রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকদের নাম নথিভুক্তকরণের সংখ্যা কত? (জেলাভিত্তিক পরিসংখ্যান সহ)। ওইদিন কেতুগ্রামের বিধায়ক সেখ শাহনওয়াজ জানতে চান, পূর্ব বর্ধমান জেলায় বর্তমানে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকার শূন্যপদের সংখ্যা কত, আর তার পূরণ করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা।
৩০ জুলাই, ২০২৪ সেখ শাহনওয়াজ জানতে চান, সর্বশিক্ষা অভিযান খাতে কেন্দ্রীয় সরকার গত দু বছরে রাজ্যের জন্য কত অর্থ মঞ্জুর করেছে।
লালগোলার বিধায়ক মুহাম্মদ আলি মূলত লালগোলা নিয়ে প্রশ্ন করেন, গত পাঁচ বছরে লালগোলার ব্লকে স্বাক্ষরতার অগ্রগতি কীরূপ। ওই সময়কালে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক (মাদ্রাসা বোর্ড সহ) পরীক্ষার্থীদের সংখ্যার কী পরিবর্তন হয়েছে।
২৬ জুলাই, সেখ শাহনওয়াজ জানতে চান, ২০১৯ সালে আইসিডিএস প্রকল্প রূপায়ণে কেন্দ্র ও রাজ্যের প্রদত্ত অর্থের সরকারি অনুপাত কত ছিল।
৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ ভগবানগোলার প্রয়াত বিধায়ক ইদ্রিশ আলি জানতে চেয়েছিলেন, ২০২৩ এর ৩১ মার্চ পর্যন্ত মুর্শিদাবাদ জেলায় ডিগ্রি কলেজের সংখ্যা কত। ভগবানগোলা বিধানসভা এলাকায় কোনও ডিগ্রি কলেজ স্থাপনের পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা। থাকলে তা তা গায়ত্রী দেবীর নামে করা সম্ভব কিনা।
৩০ নভেম্বর ২০২৩ নওশাদ সিদ্দিকী জানতে চান, অলচিকি লিপির উন্নতি সাধনের জন্য রাজ্য সরকার কি কি পদক্ষেপ করেছে। সাঁওতালি ভাষায় পৃথক শিক্ষা বোর্ড গঠনের কোনও পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা।
১ আগস্ট ২০২৩ ডেবরার বিধায়ক হুমায়ুন কবির জানতে চান, ২০২৩-২৪-এর নতুন শিক্ষা নীতি রাজ্যের সব বিশ্ববিদ্যালয়ে লাগু করা হয়েছে কিনা। হলে বিস্তারিত চাই।
রফিকুল ইসলাম মণ্ডল জানতে চান, সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে কতজন স্যাক্ট শিক্ষক আছেন। তাদের সাম্মানিক ভাতা বাবদ সরকারের কত টাকা খরচ হয়।
৩ আগস্ট সওকাত মোল্লা জানতে চান, রাজ্যের কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন দফতর কারিগরি শিক্ষার উন্নয়নে কি কি পরিকল্পনা নিয়েছে।
৪ আগস্ট ২০২৩ নওশাদ সিদ্দিকী জানতে চান, ২০২২ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত দক্ষিণ ২৪ পরগনায় অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের সংখ্যা কত, কর্মী ও সহায়িকার সংখ্যা কত।
২৮ আগস্ট ইটাহারের বিধায়ক মোশারফ হোসেন জানতে চান, মালদা মেডিকেল কলেজে হার্টের জন্য নতুন কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে কিনা। নেওয়া হলে তার বিস্তারিত চাই।
২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ সওকাত মোল্লা জানতে চান, রাজ্যে কতগুলি সরকারি ইংরেজি মাধ্যম স্কুল উচ্চমাধ্যমিকের অনুমতি পেয়েছে। কেতুগ্রামের বিধায়ক সেখ শাহনওয়াজ জানতে চান, বিগত পাঁচ বছরে কেন্দ্রীয় সরকার সর্বশিক্ষা মিশনে রাজ্যকে কত অর্থ বরাদ্দ করেছে।
১৩ জুন ২০২২ হরিশ্চন্দ্রপুরের বিধায়ক তজমুল হোসেন জানতে চান, মালদায় আইসিডিএসের সংখ্যা কত। তার মানোন্নয়নে কি কি পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।
১৪ জুন, ২০২২ রফিকুল ইসলাম মণ্ডল জানতে চান, রাজ্যে ২০২১-২২ বর্ষের ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত কতগুলি সরকারি, সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত ও সরকার অনুমোদিত বেসরকারি কলেজ চালু রয়েছে।
২১ জুন, ২০২২ নওশাদ সিদ্দিকী জানতে চান, ২০১১ সালের ১ এপ্রিল থেকে ২০২২-এর ৩১ মার্চ পর্যন্ত রাজ্যে চালু হওয়া উর্দু, হিন্দি, সাঁওতালি ভাষা মাধ্যমের স্কুল সংখ্যা কত। এই সব স্কুলে ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ও কর্মীর সংখ্যা কত।
তজমুল হোসেন জানতে চান, মালদা জেলার কলেজগুলির উন্নয়নে সরকার কি কি পদক্ষেপ নিয়েছে।
২৩ জুন, ২০২২ মুহাম্মদ আলি জানতে চান লালগোলায় কোনও নতুন আইটিআই খোলার পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা।
২২ মার্চ ২০২২ প্রয়াত ইদ্রিশ আলি জানতে চেয়েছিলেন, মুর্শিদাবাদ জেলায় ২০২২ সালের ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত মোট বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা কত।
মুহাম্মদ আলি জানতে চান, মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিক সহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার উত্তরপত্রে নামের পরিবর্তে শুধু রোল নম্বর বা কোড ব্যবহার করা যায় কিনা।
২০২২ সালের ১৪ মার্চ, প্রয়াত ইদ্রিশ আলি জানতে চেয়েছিলেন ২০২১ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত কন্যাশ্রী প্রকল্পে প্রাপকদের সংখ্যা কত। *(ক্রমশ...)*

রাজ্য বিধানসভায় কে কী প্রশ্ন করেছেন

‘মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিক সহ অন্যন্য গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার উত্তরপত্রে নামের পরিবর্তে শুধু রোল নম্বর বা কোড ব্যবহার করা যায় কিনা।’
(বিধানসভা, ২২-০৩- ২০২২)
মুহাম্মদ আলি
বিধায়ক, লালগোলা

‘২০২২- এর ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত কতগুলি সরকারি, সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত ও সরকার অনুমোদিত বেসরকারি কলেজ চালু রয়েছে রাজ্যে।’
(বিধানসভা, ১৪-০৬-২০২২)
রফিকুল ইসলাম মণ্ডল
বিধায়ক, বসিরহাট উত্তর

‘বিগত পাঁচ বছরের তুলনায় ২০২১-২২ ও ২০২২-২৩ বর্ষে রাজ্যে সংখ্যালঘু উন্নয়নে কেন্দ্রীয় বরাদ্দ কত পরিমাণ হ্রাস বা বৃদ্ধি পেয়েছে।’
(বিধানসভা, ৩১-০৭-২০২৩)
সওকাত মোল্লা
বিধায়ক, ক্যানিং পূর্ব

‘সর্বশিক্ষা অভিযান খাতে কেন্দ্রীয় সরকার গত দু বছরে (২০২২-২৩, ২০২৩-২৪) পশ্চিমবঙ্গের জন্য জন্য কত অর্থ মঞ্জুর করেছে।’
(বিধানসভা, ৩০-০৭-২০২৪)
সেখ শাহনওয়াজ
বিধায়ক, কেতুগ্রাম

১৯৭১-এর ২৫ মার্চের আগে অসমে আসা সব অভিবাসীই ভারতীয় নাগরিক: সুপ্রিম কোর্ট

আপনজন ডেস্ক: অসমে নাগরিকত্ব সমস্যা বহুদিনের। বিশেষ করে অনুপ্রবেশের অভিযোগ ঘিরে। এখনও বহু মানুষ নাগরিকত্বের গেরোয় বিভিন্ন ডিটেনশন সেন্টারে মানবেতর জীবনযাপন করছে। সেই সময় সুখবর বয়ে আনল সুপ্রিম কোর্ট। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত রাজীব গান্ধি আমলে হওয়া অসম চুক্তিকে মান্যতা দিয়ে নাগরিকত্ব আইন, ১৯৫৫-এর ধারা ৬এ কে সাংবিধানিক বলে ঘোষণা করেছে সুপ্রিম কোর্ট। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি এম এম সুন্দ্রেশ, বিচারপতি জে বি পারদিওয়ালা ও বিচারপতি মনোজ মিশ্রের বেঞ্চ এই রায় ঘোষণা করে। এই রায়ে বলা হয়েছে, ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের মধ্যে যারা আসামে প্রবেশ করেছেন, তারা ভারতীয় নাগরিক হিসেবে বিবেচিত হবেন। তবে নাগরিকত্বের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দিয়ে যোগ্যতা প্রমাণ করতে হবে। আবেদনে ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইনের ৬-এ ধারা চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল। ধারাটি ১৯৮৫ সালে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার ও আসামের আন্দোলনকারী রাজনৈতিক ও ছাত্রসংগঠনের মধ্যে স্বাক্ষরিত ‘অসম চুক্তি’র প্রধান ধারা।
প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন সুপ্রিম কোর্টের পাঁচ সদস্যের বেঞ্চ ৬-এ ধারা অক্ষুণ্ণ রেখেছেন।
সুপ্রিম কোর্ট ১৯৬৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের মধ্যে আসামে আসা অভিবাসীদের ভারতীয় নাগরিকত্ব দেওয়ার ৬এ ধারার সাংবিধানিক বৈধতাকে মান্যতা দেয়। আসামে প্রবেশ ও নাগরিকত্ব দেওয়ার জন্য ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের কাট-অফ ডেট বহাল রাখে।
তবে পাঁচ সদস্যের বেঞ্চের মধ্যে মতবিরোধ ছিল। বিচারপতি জে বা পারদিওয়ালা বিপরীত মত পোষণ করেন। তিনি বলেন, ধারা ৬-এ ‘অসাংবিধানিক’।
প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড় রায়ে বলেন, আসাম চুক্তি ছিল অবৈধ অভিবাসনের সমস্যার একটি রাজনৈতিক সমাধান। আর তার আইনি সমাধান সূত্র দেওয়া হয়েছিল ৬-এ ধারায়।
সংখ্যাগরিষ্ঠ বিচারপতির মতে, বিধানটি কার্যকর করার জন্য সংসদের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা রয়েছে। তাঁরা মনে করেন, ৬-এ ধারা স্থানীয় জনগণের সুরক্ষার প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে সঙ্গে মানবিক উদ্বেগের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য তৈরি করা হয়েছিল।
সুপ্রিম কোর্টের অধিকাংশ বিচারপতি মনে করেন, ভারতের অনেক রাজ্যে বাংলাদেশের সঙ্গে সীমান্ত রয়েছে। তবে আসামকে পৃথকভাবে দেখার চেষ্টা যুক্তিসংগত। কারণ, আসামের স্থানীয় জনসংখ্যার মধ্যে অভিবাসীর সংখ্যা অন্যান্য সীমান্ত রাজ্যের তুলনায় বেশি। আসামে ৪০ লাখ অভিবাসী রয়েছে।
চারজন বিচারপতি বলেন, ১৯৭১ সালের ‘কাট-অফ’ তারিখটি যৌক্তিক ছিল। কারণ, এটি বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের শুরুর দিন। প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড় রায়ে আরও বলেন, একটি রাজ্যে বিভিন্ন জাতিগত গোষ্ঠীর উপস্থিতির অর্থ এই নয় যে সংবিধানের ২৯(১) অনুচ্ছেদ অনুসারে ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষার মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন করা হয়েছে। আবেদনকারীদের প্রমাণ করতে হবে, অন্য জাতিগোষ্ঠীর উপস্থিতির কারণে একটি জাতিগোষ্ঠী তাদের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষা করতে সক্ষম হচ্ছে না।
উল্লেখ্য, অসম চুক্তির বিরোধিতা করে মামলা করেছিল ২০১২ সালে আসামের নাগরিক সংগঠন আসাম সম্মিলিত মহাসংঘ। তার চরম বিরোধিতা করে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের অসম শাখা ও সর্বভারতীয় জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ। অসম জমিয়তের হয়ে আইনজীবী ছিলেন সলমান খুরশিদ। অপরদিকে সর্বভারতীয় জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের পক্ষে আইনজীবী ছিলেন কপিল সিব্বাল।

ASHSHEEFA HOSPITAL
আশ শিফা হসপিটাল
প্রান্তিক জেলায় স্বল্পমূল্যে ICCU এবং ১০০ বেডের ক্যাথল্যাবযুক্ত মাল্টিস্পেশালিটি হসপিটাল
সহরারহাট ■ ফলতা ■ দক্ষিণ ২৪ পরগনা

হার্ট ও ব্রেনের চিকিৎসা-সহ
সমস্ত রোগের সুচিকিৎসার ঠিকানা
স্পেশালিস্ট ডাক্তার দ্বারা সমস্ত রোগের আউটডোর পরিষেবা
ইনডোর পরিষেবায় সমস্ত রকম অপারেশনের সুবিধা
সমস্ত ধরনের ল্যাব টেস্ট একই ছাদের তলায়
রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে কম খরচে ICCU পরিষেবা
চব্বিশ ঘণ্টা MD ডাক্তারের উপস্থিতি
মাত্র ৩৫০০ টাকায় সম্পূর্ণ শরীর চেকআপ
২৪ ঘণ্টা ইউএসজি, ইকোকার্ডিওগ্রাফি, ডায়ালিসিস, ডিজিটাল এক্স-রে ও সিটি স্ক্যান করার সুবিধা
ডিরেক্টর: ডা. মো. ফারুকউদ্দিন পুরকাইত, *MBBS, MD, Dip Card*
✆ 91237 21642 / 89360 01515

প্রথম নজর

দেউলবাড়িতে বজ্রপাতে এক ব্যক্তির মৃত্যু

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● কুলতলি

আপনজন: বজ্রপাতে সুন্দরবনের কুলতলিতে এক ব্যক্তির মৃত্যুর পরে মৃতের পরিবারের হাতে দ্রুত সরকারি ক্ষতিপূরণ তুলে দেওয়ার দাবী তুললেন এপিডিআর নামে একটি মানবাধিকার সংগঠন।
বুধবার লক্ষ্মীপূজার দিন বিকালে বজ্রপাতে সুন্দরবনের কুলতলি থানার দেউলবাড়ী গ্রামে বিশ্বদেব সরদার (৫৯)নামে এক ব্যক্তির মৃত্যু ঘটলো। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল,এদিন সুন্দরবনের কুলতলি, জয়নগর সহ একাধিক এলাকায় বিকেল থেকে তুমুল বৃষ্টি ও বজ্রপাত শুরু হয়।আর সেই সময়ে দেউলবাড়ি গ্রামের বিশ্বদেব সরদার নামে এক কৃষি জীবি তাঁর বাড়ির পাশের জমিতে চাষের কাজ করার সময় বজ্রপাতে মৃত্যু ঘটলো। আর এই ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে চলে আসে কুলতলি থানার পুলিশ। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে তদন্তের কাজ শুরু করেছে। দেহবৃহস্পতিবার ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়। আর এই ঘটনায় এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

কৃষ্ণনগরে তরুণী খুনে ধৃত প্রেমিক

নিজস্ব প্রতিবেদক ● নদিয়া

আপনজন: নদিয়ার কৃষ্ণনগরে তরুণী খুনের অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছেন তাঁর প্রেমিক রাহুল বোস। পুলিশি জেরায় উঠে এল চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এল। জানা যাচ্ছে, প্রেমিকের কাছ থেকে ৪০ হাজার টাকা ধার নিয়েছিলেন ওই তরুণী। তারপর থেকেই টাকা ফেরত চাইছিলেন প্রেমিক।সেখান থেকে উভয়ের মধ্যে বিবাদ কি না তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।ধৃতের বাবা জানান,'ছেলে কৃষ্ণনগর থেকে বেঙ্গালোর চলে যান। এর কয়েকদিন পর তরুণী নিজের বাড়িতে কিছু না জানিয়ে চলে যায় প্রেমিকের কাছে। সেখানেই ছিলেন পনেরো দিন থাকে।সেই সময় পুলিশে অভিযোগ করেছিলেন তরুণীর পরিবার। তা নিয়ে কোনও বিবাদ কি না খতিয়ে দেখছে পুলিশ।যে মহিলা পরিচালিত পুজো মণ্ডপের সামনে দেহটি মিলেছিল সেই খানে তরুণীকে কে বা কারা নিয়ে গিয়েছিলেন সেই বিষয়টিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আশেপাশের বেশকিছু ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

সাথী ক্লাবে বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা শিবির

আপনজন: পূর্ব মেদিনীপুরের (বৃন্দাবনপুর ও ভৈরবীচক গ্রাম) সাথী ক্লাবের পরিচালনায় লক্ষী পুজোর উপলক্ষে বুধবার আয়োজিত হয়েছে বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা শিবির। এই সমাজকল্যাণমূলক শিবিরটি যাঁর সহযোগিতায় সম্পন্ন হয়েছে তিনি হলেন এলাকার বিশিষ্ট ডাঃ শংকর সাহু।সাথী ক্লাব এইভাবে সর্বদা বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক কার্যকলাপ করে থাকে বলে তারা জানিয়েছেন।
ছবি ও তথ্য: জয়দেব বেরা

তৃণমূলের 'খেলা হবে' টিমের টি-শার্ট প্রদান মন্ত্রী বিপ্লব মিত্রের

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: তৃণমূলের 'খেলা হবে' টিমের টিশার্টের আত্মপ্রকাশ ঘটল দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায়।
বৃহস্পতিবার 'খেলা হবে' টিমের টি-শার্টের আত্মপ্রকাশ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক কুমার মিত্র, তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি সুভাষ ভাওয়াল, তৃণমূল নেতা মফিজ উদ্দিন মিয়া, মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী স্নেহলতা হেমরম সহ আরো অনেকে। জানা গিয়েছে, সোশাল মিডিয়া টিমের জন্য বিশেষ ড্রেস কোড নিয়ে এসেছে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস ।এই বিশেষ পোশাক পরে আগামী নির্বাচনের লড়াইয়ে নামবে তৃণমূলের আইটি সেল। এই বিশেষ ড্রেস কোড চালু হওয়ায় অত্যন্ত খুশি আইটি সেলের কর্মীরাও। এ বিষয়ে ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র বলেন, 'এই স্লোগান এখন অত্যন্ত পপুলার একটি স্লোগান। আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই স্লোগানটি তৈরি করেছেন। এই স্লোগান কে সামনে রেখে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। আমাদের আইটি সেল এর ছেলে- মেয়েরা এই স্লোগানকে সামনে রেখে নিরলস ভাবে কাজ করে চলেছে।' মন্ত্রী আরো জানান, 'রাজ্য সরকারের এবং আমাদের দলের আগামী দিনের বিভিন্ন কর্মসূচি সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেবে এই আইটি সেল। আজ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুরে আইটি সেল এর মূল কর্মী হিসেবে যারা কাজ করছেন, এমন দশজনের হাতে এই ড্রেস তুলে দেওয়া হল।'

বিসর্জনে ডিজের নিয়ন্ত্রণ করার পর শব্দ বাজি নিয়ে চিন্তায় জেলা পুলিশ

রূপম চট্টোপাধ্যায় ● হুগলি

আপনজন: প্রশাসনের নির্দেশ সত্ত্বেও জেলার বহু জায়গায় দুর্গাপূজায় চলল ডিজে ও জেবিএল বক্সের তান্ডব। ফেটেছে নিষিদ্ধ শব্দবাজিও। চন্ডীতলা থানা ও হাসপাতালের সামনে দিয়ে ডিজে বা জেবিএল বক্স বাজিয়ে একাধিক প্রতিমার বিসর্জন হয়। বাজি ও ডিজে বক্স বিরোধী মঞ্চ হুগলীর পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট (গ্রামীণ)-এর কাছে হোয়াটসঅ্যাপ করে অভিযোগ জানালেও পুলিশ কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। একজন বাসিন্দা সমাজ মাধ্যমে প্রতিবাদ জানালে, তাঁকে পাকিস্তানে চলে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। গত বছর প্রশাসনের তরফে বলা হয়েছিল যাঁরা ডিজে বক্স বাজিয়েছে ভবিষ্যতে তাঁদের পুজোর অনুমতি দেওয়া হবে না। এবছর তাঁরাই আবার আইন ভাঙলেন!
সিঙ্গুর থানার বড়া কমলাপুরে ডিজে নিয়ে শোভাযাত্রা ও দুর্গা পুজোর সময় জেবিএল বক্সের তান্ডব নিয়ে স্থানীয়রা মঞ্চের কাছে অভিযোগ জানান। মঞ্চ পুলিশ সুপারকে জানালে পুলিশ গিয়ে শব্দ কমালেও পরে আবার ডিজের তান্ডব শুরু হয়। উত্তরপাড়া থানার কানাইপুর, কোন্নগরে ও নবগ্রাম সেবক সংঘে ডিজে ও জেবিএল বাজিয়ে তান্ডব করার অভিযোগ আসে। শ্রীরামপুর থানা এলাকার ওয়ালশ সাব ডিভিশনাল হাসপাতাল, ঋষি বঙ্কিম সরণি এলাকায় বিপুল শব্দে ডিজে বা জেবিএল বক্স বাজিয়ে প্রতিমা নিরঞ্জন হয়। পুলিশ ছিল নীরব দর্শক। ভদ্রেশ্বর থানা এলাকা থেকেও শব্দদূষণের অভিযোগ আসে। স্থানীয় শিক্ষিকা সমাপিকা সিংহরায় বলেন, শব্দতান্ডবে আমরা বাড়ি ছেড়ে বাধ্য হয়ে আত্মীয়র বাড়ি গিয়ে ছিলাম দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের নির্দেশিকা অনুযায়ী রাত দশটার পরে মাইক বাজানো নিষিদ্ধ। মাইক বাজতে হলে কেবলমাত্র সাউন্ড লিমিটার লাগিয়ে বাজানো যাবে। খোলা জায়গায় ডিজে বা জেবিএল বক্স বাজানো কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ। নবগ্রাম সেবক সংঘের খোদ সম্পাদক মানুষকে বিব্রত করতে অকারণে শব্দের তান্ডব চালিয়েছে। অনেক পুজো কমিটিই পুজোর অনুমোদন নেওয়ার সময় ডিজে ব্যবহার না করার অঙ্গীকার করেও তা মানেনি। তাই আসন্ন শ্যামা পুজোয় শব্দ তান্ডবের বিরুদ্ধে প্রচার শুরু করেছে হুগলি পুলিশ।

কংগ্রেসের বিজয়া সম্মিলনী

আপনজন: বোলপুর শহর ও ব্লক কংগ্রেস কার্যালয়ে আজ একটি বিজয়া সম্মেলনে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানে একনিষ্ঠ কংগ্রেস কর্মীরা মিলিত হয়েছিলেন একে অপরের বিজয়ার শুভেচ্ছা জানানোর জন্য। সকল মানুষের সুস্থতা কামনা করা হয়।
ছবি ও তথ্য: আমীরুল ইসলাম

লাগাতার বৃষ্টিতে বিঘার পর বিঘা কাটা ধান জলের তলায়

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: লাগাতার বৃষ্টিতে বিঘারর পর বিঘা কাটা ধান জলের তলায় , লক্ষী পূজোর আগে ঘরের লক্ষীকে ঘরেই তুলতে পারল না ধান চাষীরা , মাথায় হাত ধান চাষীদের , দ্রুত ক্ষতিপূরণের আশ্বাস প্রশাসনের।
গতকাল দফায় দফায় সোনামুখী ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকায় মুষলধারায় বৃষ্টি হয় পাশাপাশি আজও সকালে ব্যাপক বৃষ্টি হয়। যার কারণে বিঘার পর বিঘা কাঁটা ধান জলের তলায় রয়েছে এবং এখনো অনেক ধান কাটা বাকি রয়েছে। পাশাপাশি বহু ধান জমিতে লুটিয়ে পড়েছে। আর এই পরিস্থিতিতে রীতিমত মাথায় হাত পড়েছে সোনামুখী ব্লক বিস্তীর্ণ এলাকার ধান চাষীদের। ইতিমধ্যেই অনেক ধানে অঙ্কুর বেরিয়ে গেছে ফলে এই ধান থেকে চাল তৈরি করা সম্ভব নয় বলেই জানাচ্ছেন কৃষকরা।
সকলেই মনে করেছিলেন লক্ষ্মী পূজার আগে ঘরের লক্ষীকে ঘরে তুলবে কিন্তু আবহাওয়ার কারণে তা সম্ভব হলো না। ফলে মাঠেই নষ্ট হতে বসেছে ধান।
ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের দাবি , তারা মনে করেছিলেন এই ধান বিক্রি করে আলু চাষ করবেন কিন্তু তাদের যেভাবে আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে হলো আগামী দিনে তারা কিভাবে আলু চাষ করবেন তাই ভেবে রাতের ঘুম ছুটেছে তাদের। অনেক কৃষক রয়েছেন যাদের চাষবাস করেই সারা বছর ছেলে-মেয়েদের পড়াশোনা এবং সংসার অতিবাহিত হয়। এখন আগামী দিনে তাদের সংসার কিভাবে চলবে ছেলে মেয়েদের পড়াশোনার খরচ কোথা থেকে আসবে তাই ভেবে কুল পাচ্ছেন না তারা।
এ বিষয়ে সোনামুখী ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কুশল বন্দ্যোপাধ্যায় জানান , যে সমস্ত কৃষকদের ক্ষতি হয়েছে তারা সংশ্লিষ্ট কৃষি দপ্তরে যোগাযোগ করুক এবং তাদের সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।

বিজয়া সম্মিলনী দিয়ে রাজনৈতিক ময়দানে ফের নামলেন অনুব্রত

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম শেখ ● বীরভূম

আপনজন: পুজোর আগেই তিহার জেল থেকে ছাড়া পান অনুব্রত মন্ডল।জেলায় ফিরতেই দলীয় কর্মীদের মধ্যে বাঁধভাঙা উচ্ছাস।সবুজ রঙের আবির খেলা,মিষ্টি বিতরণ ইত্যাদি কর্মসূচি পালিত হয়।পুজোর আগেই জেলা জুড়ে তৃনমূল কর্মীদের মধ্যে আনন্দ সংবাদের আনন্দ ভাগ করে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে।এরপর সদ্য শেষ হয়েছে শারদীয়া দুর্গোৎসব।চলছে শুভেচ্ছা বিনিময় পর্ব। সেটাকে সামনে রেখে জেলা তৃনমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ব্লক ভিত্তিক বিজয়া সম্মিলনীর কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। সেই মোতাবেক বৃহস্পতিবার মুরারই এক নম্বর ব্লকের গরুর হাটের মাঠ থেকে দীর্ঘ দুবছর পর ফের রাজনৈতিক ময়দানে অবতীর্ণ হলেন অনুব্রত মণ্ডল বিজয়া সম্মিলনীর মধ্যে দিয়ে। বীরভূম জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতির মুখে শোনা গেল শান্তির বার্তা। সামনে ২৬ এর নির্বাচন সকলকে একসঙ্গে

মিলেমিশে কাজ করতে হবে। মুরারই পশু হাটের মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে দলীয় নেতা-কর্মীদের উদ্দেশে অনুব্রত মণ্ডল বলেন, "আমরা কেউ নেতা নই, আমরা সবাই দলীয় কর্মী। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সামনে রেখে কাজ করুন। মানুষের পাশে থাকুন, উন্নয়নের সঙ্গে থাকুন। মারামারি ঝগড়াঝাঁটি করবেন না এতে ভালো কোনও বার্তা যায় না।" অনুব্রতর এধরনের ভাষণে কর্মীরা অভ্যস্ত নয়। এব্যাপারে রাজনৈতিক মহলের অভিমত , অনুব্রত মণ্ডলের বক্তব্যে আর সেই আগের মতো ঝাঁঝ নেই। আগে কেষ্ট'র বক্তব্য মানেই নতুনত্ব চটক, নিদান, বিতর্ক, হুঁশিয়ারি, হুমকির সুর থাকত। এখন সেই অনুব্রতর গলায় শোনা গেল 'শান্তির বার্তা'। মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের কথায় বীরভূমের বাঘ নামে পরিচিত জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি অনুব্রত মন্ডল নিজেকে অনেকটাই পাল্টে ফেলেছেন। প্রভাবশালীর তকমা যেন না ওঠে সেটা লক্ষনীয়।তাইতো এখন আর সেই দাপটও দেখাচ্ছেন না, হুমকিও নেই। বরং বলা যেতে পারে বেশ মার্জিত ও সচেতন।

গাছ কাটাকে কেন্দ্র করে ধুন্ধুমার, আহত ১০

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● ডালখোলা

আপনজন: উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদীঘি থানার লাহুতোড়া ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের মেহেন্দাবাড়িতে শিমুল গাছ কাটাকে কেন্দ্র করে দুই পরিবারের মধ্যে ভয়াবহ সংঘর্ষ ঘটে।
বৃহস্পতিবার দুপুর নাগাদ এই পারিবারিক বিবাদ রূপ নেয় রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে, যেখানে কমপক্ষে দশ জন গুরুতর আহত হন। আহতদের মধ্যে মহিলারাও রয়েছেন।
সংঘর্ষের মূল কারণ হিসেবে ইসমাইল হকের পরিবারের অভিযোগ, কফিরুদ্দিনের পরিবারের সদস্যরা আচমকাই তাদের জমিতে ঢুকে ছুরি, বাঁশসহ বিভিন্ন অস্ত্র নিয়ে হামলা চালায়। সেই সময় বাড়ির মহিলারা পুরুষদের বাঁচাতে এগিয়ে আসেন, ফলে তারাও আক্রান্ত হন। ইসমাইল হক, জিব্রাইল হক, আসরাফুল আলি, হারুন রশিদ, সাকিলা বিবি, রেবিনা খাতুন এবং পারভিন গুরুতরভাবে আহত হন। তাদের রসাখোয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং করণদীঘি গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয়। করণদীঘি ব্লক যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সহসভাপতি হারুন রশিদের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজে রেফার করা হয়েছে।
অপর পক্ষের বক্তব্য অনুযায়ী, নাজির হোসেন বলেন, তাদের জমিতে শিমুল গাছ ছিল, যা বন দপ্তরের অনুমতিক্রমে কাটা হচ্ছিল। এই কাজেই বাধা দিতে আসে ইসমাইলের পরিবার, যার ফলে সংঘর্ষের সূত্রপাত ঘটে। হারুন রশিদের পরিবারের অভিযোগ, কফিরুদ্দিন এবং তার লোকজন অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ চালায় এবং বর্তমানে তাদের পরিবারের সদস্যদের অবস্থা আশঙ্কাজনক।
এই ঘটনায় পুরো এলাকা জুড়ে উত্তেজনা বিরাজ করছে, এবং স্থানীয়দের দাবি, অভিযুক্তদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করে কঠোর শাস্তি দেওয়া হোক।

মালদা জেলা তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির বিজয়া সম্মিলনী

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: প্রতিবছর মালদা জেলার তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির তরফে আয়োজিত হয় শারদ সম্মান এবং বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠান। আর এই বিজয়া সম্মেলনে অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে মালদার রতুয়া দুই নম্বর ব্লকের তৃণমূল নেতৃত্বদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হল আলোচনা সভা। শারদ সম্মান এবং বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠানকে সাফল্যমন্ডিত করতে এই আলোচনা সভা বলে জানা গেছে।
এদিন উপস্থিত ছিলেন মালদা জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সী, পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ মোহাম্মদ ইমাম উদ্দিন, মালদা জেলা পরিষদ সদস্য মাসিদুর রহমান, রতুয়া ২ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি রকিবুল হক সহ তৃণমূল নেতৃত্ব। আরো জানা গেছে মালদা জেলার প্রতিটি ব্লকে শারদ সম্মান এবং বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে মালদা জেলার তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির তরফে।

বাংলাদেশে আটক ভারতীয় দুটি ট্রলার সহ ৩১ জন

আসিফা লস্কর ● কাকদ্বীপ

আপনজন: ভারতীয় দুটি ট্রলার আটক করল বাংলাদেশের নৌ বাহিনী। দুটি ট্রলারে থাকা ৩১ জন মৎস্যজীবীকেও আটক করা হয়েছে। মৎস্যজীবী সংগঠন সূত্রে জানা গিয়েছে, ১২ অক্টোবর মাছ ধরার উদ্দেশ্যে এফ. বি. মা বাসন্তী ও এফ. বি. জয় জগন্নাথ নামক দুটি ট্রলার মাছ ধরার জন্য সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছিল। ১৪ অক্টোবর বাংলাদেশের জল সীমানার ভিতরে নৌ বাহিনী দুটি ট্রলারকে আটক করেছে। মৎস্যজীবীদের প্রথমে আটক করে পটুয়াখালি মৎস্য বন্দরে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে তাঁদের বাংলাদেশের কলাপাড়া থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। এবিষয়ে সুন্দরবন সামুদ্রিক মৎস্যজীবী শ্রমিক ইউনিয়নের সম্পাদক সতীনাথ পাত্র বলেন, "বুধবার সকালে খবর পেয়েছি ভারতীয় দুটি ট্রলারকে বাংলাদেশের নৌবাহিনী আটক করেছে। ওই ট্রলারে ৩১ জন মৎস্যজীবী রয়েছেন। সবাই কাকদ্বীপ এলাকার বাসিন্দা।"

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

শিক্ষা শিবির তুলসীবেড়িয়ায়

বাবু হক ● হাওড়া

আপনজন: হাওড়া গ্রামীণ জেলার রাজাপুর থানার তুলসীবেড়িয়া দরগা শরীফ কমিটির আয়োজনে পর্যায়ক্রমে পবিত্র কোরআন ও হাদিস সরিফ থেকে আলোচনা করা হল বিশেষ ইসরামি অনুষ্ঠান। নৈতিক চরিত্র গঠনের লক্ষ্যেসকলের জন্য বিশেষ দোওয়ার মজলিস ও সাপ্তাহিক শিক্ষা শিবিরে ইসলাম ধর্মীয় শিক্ষার আলোকে আলোকিত করেন পীর রফিকুল ইসলাম খান পীরজাদা সহিদুল ইসলাম খান। পীরজাদা আমিরুল ইসলাম খান বলেন পীরের সিলসিলা মোতাবেক পরিচালিত হয় সমগ্র অনুষ্ঠান। কমিটির সভাপতি এম ডি মুক্তার বলেন দেশের বিভিন্ন স্থানের ভক্ত মুরিদান মেহমান দর্শনার্থীরা এদিন উপস্থিত ছিলেন সকলকে তাবারুক ও শিন্নি দেওয়া হয়। আগামী ২৫ অক্টোবর পীর রফিকুল ইসলাম খান ওমরাহ হজ পালনের জন্য সৌদি আরবের উদ্দেশ্য রৌনা হবেন তার জন্য সকলে দোওয়া করবেন।

চৌঁয়াপাড়ায় বিজয়া সম্মিলনী ও বর্ষীয়ান কর্মীদের সংবর্ধনা সভা

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: বাঙালিদের অন্যতম বড় উৎসব দুর্গোৎসব। সেই উৎসব শেষ হতেই শুরু হয়েছে বিজয়া সম্মেলনী সহ বর্ষীয়ান তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন।রাজ্য ও জেলার পরে এবার জলঙ্গি বিধান সভার অঞ্চল ভিত্তিক বিজয়া সম্মেলনী ও সংবর্ধনা সভা শুরু করলেন বিধায়ক আব্দুর রাজ্জাক ও ব্লক সভাপতি মাসুম আলী আহমেদ এর নির্দেশে।বৃহস্পতিবার মুর্শিদাবাদের জলঙ্গি ব্লকের চৌঁয়াপাড়া অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে বিজয়া সম্মেলনী ও বর্ষীয়ান দলীয় কর্মীদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হল জলঙ্গী পদ্মা ভবনে। এদিনের বিজয়া সম্মেলনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক আব্দুর রাজ্জাক,ব্লক সভাপতি মাসুম আলী আহমেদ,ব্লক কনভেনার জিয়াবুল সেখ,পঞ্চায়েত সমিতির জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ঊর্মিলা খাতুন,অঞ্চল সভাপতি মাসাদুল মন্ডল সহ একাধিক অঞ্চল ব্লক নেতৃত্ব সহ কর্মী সমর্থকরা। এদিনের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অঞ্চলের প্রাক্তন অঞ্চল সভাপতিদের পাশাপাশি বর্ষীয়ান দলীয় কর্মীদের ফুলের বুকি উত্তরীয় সহ মোম্মেন্টো দিয়ে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন বিধায়ক থেকে ব্লক সভাপতি ও অঞ্চল সভাপতি গণ।

সবজি চাষে ক্ষতির মুখে জামালপুরের চাষিরা

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● জামালপুর

আপনজন: শস্যগোলা পূর্ব বর্ধমানে খাদ্যশস্য শুধু জেলা নয় রাজ্য দেশ ছাড়িয়ে এমনকি বিদেশের মাটিতেও পারি দেয়। আমন ধান ও বোরো ধান উৎপাদনে দেশের প্রথম সারিতে আছে পূর্ব বর্ধমান। আবার গোবিন্দভোগ বা খাস ধান উৎপাদনে পূর্ব বর্ধমান পৃথিবীর সেরা জায়গায় আছে। খাম খেয়ালী বৃষ্টিতে পূর্ব বর্ধমানের চাষীদের অনেক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। লাভের আশায় সব্জি চাষ করলেও, ক্ষতির আশঙ্কায় আছেন পূর্ব বর্ধমান জেলার কৃষকরা। শস্যভান্ডার হিসেবে পরিচিত এই জেলায় আউস ধান, বোরো ধান, সুগন্ধি ধানের পাশাপাশি সব্জি চাষও প্রচলিত। তবে চলতি বছরে সব্জি চাষ করে কৃষকরা বড় ধরনের ক্ষতির মুখে পড়েছেন, মূলত প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে। জামালপুরের চাষি হরিহর বাগের কথায়, তিনি এক বিঘেরও বেশি জমিতে পটল, বেগুন, ও লঙ্কা চাষ করেছিলেন। কিন্তু অপ্রত্যাশিত আবহাওয়ায় ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে। প্রবল বর্ষণ দু'বার হলেও সব্জি ফলনের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশের অভাব রয়ে গেছে। তবুও চাষিরা আশা ছাড়েননি, ফলনের পরিমাণ বাড়ানোর জন্য নিয়মিত পরিচর্যা চালিয়ে যাচ্ছেন। হরিহর বাগ আরও জানান, ধানের তুলনায় সব্জি চাষে লাভ বেশি হওয়ায় তিনি সব্জি চাষের দিকে ঝুঁকেছিলেন। পটল আগেই ফলতে শুরু করলেও, বেগুনের ফলন মাত্র শুরু হয়েছে। কিন্তু ফলন কম হওয়ায় চাষিরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন, এবং লাভের আশায় শঙ্কা তৈরি হয়েছে।

প্রথম নজর

চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করছে বিশ্বের ১১০ কোটি মানুষ: জাতিসংঘ

আপনজন ডেস্ক: বিশ্বজুড়ে চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করছে ১১০ কোটি মানুষ। এর মধ্যে অর্ধেক মানুষের বসবাস সংঘাতময় দেশগুলোতে। এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে জাতিসংঘ। ইউএনডিপির প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নানা ধরনের দারিদ্রতার মধ্যে সবচেয়ে খারাপ অবস্থা যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশগুলোতে। এসব দেশে যেমন রয়েছে পুষ্টিহীনতা তেমন রয়েছে বিদ্যুৎ, পানি ও স্যানিটেশনের অভাব। ১১২ টি দেশ ও ৬০০ কোটির বেশি মানুষের ওপর গবেষণা চালিয়ে দেখা গেছে, ১১০ কোটি মানুষ তীব্র দরিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করছে।

ইউএনডিপির আচিম স্টেইন বলেন, সম্প্রতি সংঘাতের পরিধি বেড়েছে। এতে একদিকে যেমন হতাহত বাড়ছে তেমনি রেকর্ড সংখ্যক মানুষ বাস্তুচ্যুত হচ্ছে। যার প্রভাব পড়ছে জীবন ও জীবিকার ওপর।

প্রকাশিত তথ্যে দেখা গেছে, ১৮ বছরের নিচের প্রায় ৫৮৪ মিলিয়ন মানুষ চরম দারিদ্রতায় ভুগছে। তাছাড়া সংঘাতপূর্ণ দেশগুলোতে শিশু মৃত্যু হার ৮ শতাংশ। স্থিতিশীল দেশুগলোতে এই হার মাত্র এক দশমিক এক শতাংশ।

প্রতিযোগিতায় জিতল ১১২১ কেজি ওজনের কুমড়া

আপনজন ডেস্ক: পুষ্টিকর সবজির সচেতনতায় লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্রের নর্দান ক্যালিফোর্নিয়ায় আয়োজন করা হয়েছে দৈত্যাকার কুমড়ার 'ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ পামকিন ওয়ে-অফ' প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতায় ১ হাজার ১২১ কেজির একটি কুমড়া বিজয়ী হয়। কুমড়াটির মালিক ট্রাভিস জিনজার। তিনি পেশায় একজন উদ্যানবিদ্যার শিক্ষক। তিনি এর আগেও এই প্রতিয়োগিতায় তিনবার চ্যাম্পিয়ায়ান হন।

সোমবার (১৫ অক্টোবর) নর্দান ক্যালিফোর্নিয়ার সান ফ্রান্সিসকোর হাফ মুন বে'তে বসেছিল এবারের আয়োজন। এটি ছিল এ প্রতিযোগিতার ৫১তম আসর। যে কুমড়াটি দ্বিতীয় হয়েছে, সেটির ওজনও কম নয়। জিনজারের কুমড়া থেকে ২ দশমিক ৭ কেজি কম মাত্র।

কুমড়ার মালিক জিনজার মিনেসোটার বাসিন্দা। গত বছর তিনি যে কুমড়া নিয়ে প্রতিযোগিতায় এসেছিলেন, সেটির ওজন ছিল ১ হাজার ২৪৭ কেজি। এটা ছিল বিশ্ব রেকর্ড। ৪৪ বছর বয়সী উদ্যানবিদ্যার শিক্ষক নিজেই এবারের কুমড়ার ওজন খানিকটা কম হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করেছেন।

জিনজার বলেছেন, অতীতের মতো এবারও তিনি উপযুক্ত মাটি প্রস্তুত করে কুমড়া গাছে সুষম খাবারও দিয়েছেন। কিন্তু এবার সময়ের আগে চলে আসে শীত। সঙ্গে রেকর্ডভাঙা বৃষ্টির কারণে কুমড়ার বৃদ্ধিতে প্রভাব ফেলে।

তিনি বলেন, দৈত্যাকার এমন কুমড়া উৎপাদন করতে বিশেষ যত্ন প্রয়োজন। এ জন্য কঠোর পরিশ্রমও করতে হয়েছে। রাত-দিন খেটে খেতের যত্ন নিয়েছি। কিন্তু এবার খুবই বিরূপ আবহাওয়া কারণে আরও বড় করতে পারিনি। জিনজার ও তার পরিবার কুমড়াটি নিয়ে প্রায় ৩৫ ঘণ্টা গাড়ি চালিয়ে প্রতিযোগিতাস্থলে আসেন। এবার নর্দান ক্যালিফোর্নিয়া থেকে তারা কুমড়াটি নিয়ে যাবেন সাউথ ক্যালিফোর্নিয়ায়। একদল পেশাদার খোদাই শিল্পী সেখানে কুমড়াটিতে থ্রিডি খোদাই করবেন। পরে হ্যালোইন উপলক্ষে আয়োজিত হতে যাওয়া একটি অনুষ্ঠানে যাবে এটি।

গাজা ও লেবাননে যুদ্ধ বন্ধে ইসরাইলের ওপর অবিলম্বে অস্ত্র নিষেধাজ্ঞার পরামর্শ এরদোগানের

আপনজন ডেস্ক: প্রেসিডেন্ট এরদোগান জোর দিয়ে বলেছেন যে ইসরাইলের উপর একটি পূর্ণাঙ্গ অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা এবং তাদের ওপর চাপ বাড়ানো জরুরী।তুরস্কের যোগাযোগ অধিদপ্তর জানিয়েছে, আরব লীগ মহাসচিব আহমেদ আবুল গেইতের সাথে এরদোগানের বৈঠকের পর 'এক্স' প্ল্যাটফর্মে তিনি জানান। বুধবার (১৬ অক্টোবর) তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোগান আরব লীগ মহাসচিব আবুল গেইতের সাথে বৈঠকে গাজা ও লেবাননের ওপর ইসরাইলি বর্বর হামলার নিন্দা জানিয়ে স্থায়ী যুদ্ধ বন্ধের আহবান জানান।

তিনি বলেন, ইসরায়েল "মধ্যপ্রাচ্যে জুড়ে ইসরাইল যে সংঘর্ষের আগুন জ্বালিয়েছে, তা ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে তারা"এবং তাদের উদ্দেশ্য হলো "ফিলিস্তিনিদের তাদের নিজ ভূমি থেকে উচ্ছেদ করা।"

বৈঠকে আঞ্চলিক এবং বৈশ্বিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে গাজা ও লেবানন অঞ্চলে ইসরাইলি বাহিনীর বর্বর হামলা।এরদোগান আবারও আহবান করে বলেন, ইসরাইল যে অন্যায় হামলা চালিয়ে যাচ্ছে তার শান্তি নিশ্চিত করতে সব রকম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে তুরস্ক।বৈঠকে আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক বিষয়ে আলোচনার মধ্যে ইসরাইলিদের অন্যায়ভাবে ফিলিস্তিন ও লেবাননের ওপর হামলার বিষয়টি প্রাধান্য পায়।

এছাড়াও, এরদোগান আশা প্রকাশ করেন যে, সিরিয়া, লিবিয়া, সোমালিয়া এবং ইথিওপিয়ার চলমান উত্তেজনা দ্রুত সমাধান হবে, এবং এই অঞ্চলগুলোর শান্তি, স্থিতিশীলতা ও প্রশান্তি ফিরে আসবে।

ইইউ, মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর গিভ অ্যান্ড টেক কূটনীতি

আপনজন ডেস্ক: ব্রাসেলসে ইইউ এবং ছয় দেশের গালফ কোঅপারেশন কাউন্সিল(জিসিসি)-র শীর্ষ বৈঠক হয়েছে। বুধবার (১৬ অক্টোবর) সেখানেই লাল কার্পেটের উপর দিয়ে হাঁটছিলেন সৌদির যুবরাজ মোহাম্মেদ বিন সালমান। একবার তিনি সাংবাদিকদের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়লেন। তারপর ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁর সঙ্গে গভীরভাবে কিছু আলোচনা করতে শুরু করলেন।

একসময় সৌদির যুবরাজকে নিয়ে হইচই কম হয়নি। ২০১৮ সালে সাংবাদিক জামাল খাসোগির হত্যায় তার ভূমিকা নিয়ে মানবাধিকার সংগঠনগুলো সোচ্চার হয়েছে। কিন্তু এখন তাকে নিয়ে আর যে ইইউ-র কোনো আপত্তি নেই, তিনি যে কূটনীতির মূল ধারায় চলে এসেছেন, সেটা বোঝা গেল। কয়েকটি মানবাধিকার সংগঠন তার উপস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন তুলে। ইইউ-র কূটনীতিকদের প্রশ্ন করা হয়, সৌদির যুবরাজের প্রথমবার ব্রাসেলস সফর নিয়ে কি বিতর্ক দেখা দিয়েছে? তাদের জবাব ছিল, এমন কোনো বিতর্কের কথা তারা শোনেননি।

তাদের মনোযোগ অবশ্য অন্য জায়গায় ছিল। কারণ, দুই পক্ষই তাদের প্রতিবেশীদের সংঘাত নিয়ে একে অপরের উপর চাপ দিতে ব্যস্ত ছিল।

রাশিয়ার কড়া নিন্দা চেয়েছিল ইইউ

ইইউ ও জিসিসি সূত্র জানাচ্ছে, বুধবারের শীর্ষবৈঠকের কয়েক সপ্তাহ আগে থেকে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা চলছে। ইইউ চেয়েছিল, এই শীর্ষ সম্মেলন থেকে ইউক্রেনে আগ্রাসনের জন্য রাশিয়ার কড়া নিন্দা করা হোক।

একজন ইউরোপীয় কূটনীতিক জানিয়েছেন, জিসিসি'র সদস্য দেশগুলো গৃহীত প্রস্তাবে রাশিয়ার নামই প্রথমে রাখতে চায়নি। জিসিসি-র সদস্য দেশের মধ্যে আছে সৌদি আরব, কাতার, আমিরাত, বাহরিন, কুয়েত ও ওমান।

শেষ পর্যন্ত নেতারা ২০২২ সালে জাতিসংঘের প্রস্তাবে যা বলা হয়েছিল, সেটাই প্রস্তাবে রাখতে একমত হন। জাতিসংঘের প্রস্তাবে বলা হয়েছিল, ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসনের কঠোর নিন্দা করা হচ্ছে। ইউরোপীয়ান কাউন্সিল অব ফরেন রিলেশনসের ভিসিটিং ফেলো সিনজিয়া বিয়ানকো চলতি মাসের গোড়ায় লিখেছেন, কাতার, সৌদি আরব এবং আমিরাত চেষ্টা করেছিল, ইউক্রেনের আটক শিশুদের রাশিয়া ছেড়ে দিক, বিনিময়ে ইউক্রেন রাশিয়ার যুদ্ধবন্দিদের মুক্তি দিক। কিন্তু এই সংঘাতের উৎপত্তি ও সমাধান নিয়ে নিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির সঙ্গে ইইউ-র দেশগুলির মতে মেলেনি। ইইউ চেয়েছিল, রাশিয়ার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা এড়িয়ে যাওয়ার বিষয়টিও রাখতে। ডিডাব্লিউ এর আগের দুইটি খসড়া প্রস্তাব দেখেছে। সেখানে এই প্রসঙ্গে সরাসরি উল্লেখ ছিল। কিন্তু চূড়ান্ত প্রস্তাবে শুধু বলা হয়েছে, নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থাগুলি ও তার রূপায়ণ নিয়ে আলোচনা হবে।

মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে কঠোর প্রতিক্রিয়া চেয়েছিল জিসিসি

মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন অঞ্চল সহিংসতার কবলে পড়েছে। এই পরিস্থিতিতে জিসিসি চেয়েছিল, ইসরায়েলের কড়া সমালোচনা করা হোক। যৌথ ঘোষণাপত্রে গাজা, লেবাননে যুদ্ধবিরতির কথা বলা হয়েছে এবং ইসরায়েল সরকারের বসতি সম্প্রসারণ করা ও অধিকৃত ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক বা পশ্চিম তিরে তাদের বসতিকে আইনি ঘোষণার সিদ্ধান্তের নিন্দা করা হয়েছে। কিন্তু জিসিসি-র এক সূত্র ডিডাব্লিউকে জানিয়েছেন, ইউক্রেনের তুলনায় মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে যে ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে, তাতে তারা হতাশ। সিনজিয়াও বলেছেন, ইউরোপের দেশগুলি যেন লেকচার কম দেয় এবং আরো বেশি করে মধ্যপ্রাচ্যের কথা শোনে।

দক্ষিণ কোরিয়াকে 'শত্রু রাষ্ট্র' ঘোষণা উত্তর কোরিয়ার

আপনজন ডেস্ক: দক্ষিণ কোরিয়াকে তার 'শত্রু রাষ্ট্র' হিসেবে ঘোষণা করেছে উত্তর কোরিয়া। দেশটির রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা কেসিএনএ বৃহস্পতিবার এ তথ্য জানিয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, উত্তর কোরিয়ার সুপ্রিম পিপলস অ্যাসেম্বলি তাদের নেতার জাতীয় লক্ষ্য হিসাবে দুই কোরিয়ার একীকরণ বাদ দেওয়ার প্রতিশ্রুতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সংবিধান সংশোধন করেছে। উত্তর কোরিয়ার বার্তা সংস্থাটি আরও জানিয়েছে, তাদের সামরিক বাহিনী গত মঙ্গলবার দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে সংযোগকারী সড়ক ও রেলপথের কিছু অংশ বিস্ফোরণ দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছে; সংবিধান মোতাবেক সংজ্ঞায়িত একটি শত্রু রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বৈধ পদক্ষেপ হিসেবে। কেসিএনএ আরও বলেছে, ডিপিআরকে (ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক অব কোরিয়া বা উত্তর কোরিয়া) সংবিধান খুব স্পষ্টভাবে আরওকে (রিপাবলিক অব কোরিয়া বা দক্ষিণ কোরিয়া) দেশটিকে 'শত্রুরাষ্ট্র' হিসেবে চিহ্নিত করেছে। তাই, এই পদক্ষেপ ছিল অবশ্যম্ভাবী ও সম্পূর্ণ বৈধ। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক মুখপাত্রের বরাতে বার্তা সংস্থাটি জানিয়েছে, দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে সংযোগকারী সড়ক ও রেলপথ সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করার অংশ হিসেবে বর্তমানে সড়ক ও রেলপথ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করা হয়েছে।

ইসরাইলি সমর্থক শিক্ষককে সাময়িক বরখাস্ত করল কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়

আপনজন ডেস্ক: কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় এবার তাদের একজন শিক্ষক শাই ডেভিডাইকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করেছেন।তার বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে "হয়রানি ও ভীতি প্রদর্শন" করেছেন, যা বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতিমালার পরিপন্থী। ডেভিডাই, যিনি ব্যবসা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক, তার শক্তিশালী ইসরাইলপন্থী মতামতের জন্য ক্যাম্পাস এবং সামাজিক মাধ্যমে বেশ পরিচিত। তিনি প্রায়ই ফিলিস্তিনপন্থী শিক্ষার্থী এবং সমর্থকদের সন্ত্রাসী আখ্যা দিয়ে ব্যাপক সমালোচনা করে থাকেন। ২০২৪ সালের ২২শে এপ্রিল, কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় তাকে ক্যাম্পাস প্রবেশ কার্ড নিষ্ক্রিয় করে দেয় যাতে তিনি ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে না পারেন।তখন ফিলিস্তিনপন্থী শিক্ষার্থীদের প্রতিবাদ চলছিল। ডেভিডাই ইনস্টাগ্রামে একটি ভিডিও পোস্ট করে তার বরখাস্তের কথা কঠোর ভাষায় প্রতিবাদ করেন।তিনি এও বলেন যে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেবেন,কারন তাকে যে তাকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে তা তার "বিরুদ্ধ গোষ্ঠীর" বিপক্ষে দাঁড়ানোর কারণে। ডেভিডাই তার সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট ১০০,০০০ এরও ফলোয়ার আছে।সেখানে অন্যান্য অধ্যাপকদের সন্ত্রাসবাদ সমর্থন করার অভিযোগ তোলেন। তিনি খ্যাতিমান অধ্যাপক, রশিদ খালিদিকে, হামাসের "মুখপাত্র" হিসেবে অভিযোগ করেছেন এবং অন্য একজন অধ্যাপকের ব্যক্তিগত তথ্য শেয়ার করে তাদের বিরুদ্ধে সহিংস কাজ সমর্থন করার অভিযোগ করেন।

এদিক বিশ্ববিদ্যায়ের বেশকিছু শিক্ষার্থী বহুবার ডেভিডাই এর বিরুদ্ধে রিপোর্ট করেছেন।তাদের অভিযোগ ডেভিডাই তাদেরকে অযথা হয়রানি ও ভিডিও চিত্র এবং ক্ষতিকর মন্তব্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়েছে।এক শিক্ষার্থী দাবি করেন বলেন ডেভিডাই তাকে হামাসের সদস্য বলেছেন যখন তার পরিবার গাজা থেকে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছিল। অন্য একজন শিক্ষার্থী শেয়ার করেছেন যে ডেভিডাই তার সম্পর্কে অন্যায় মন্তব্য করে টুইট করেছেন এবং এমনকি বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে মার্কিন ন্যাশনাল গার্ড আনার পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি ক্যাম্পাস নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের নাৎসি সৈনিকদের সাথে তুলনা করেছেন। অবশেষে বিশ্ববিদ্যালয় ডেভিডাই এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছেন। ডেভিডাই একজন ঊর্ধ্বতন প্রশাসক, ক্যাস হোলোওয়ের বিরুদ্ধে ভীতি প্রদর্শনের অভিযোগ উঠে। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় জানায় তারা বাকস্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল, তারা হয়রানি বা হুমকির আচরণ সহ্য করে না। ডেভিডাইকে ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না, তবে তার বেতন এবং শিক্ষকের মর্যাদা এতে প্রভাবিত হবে না। বিশ্ববিদ্যালয় তার জন্য ক্যাম্পাসের বাইরে বিকল্প অফিসের ব্যবস্থা করেছেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতি সম্পর্কে পুনরায় শ্রদ্ধাশীল হওয়ার পর ক্যাম্পাসে ফিরতে পারবেন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ভারত ভয়াবহ ভুল করেছে: ট্রুডো

আপনজন ডেস্ক: কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো বলেছেন, ভারতের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ এসেছে তেমন আগ্রাসীভাবে তারা কানাডার সার্বভৌমত্বে হস্তক্ষেপ করতে পারবে ভেবে 'মারাত্মক ভুল' করেছে। কানাডা ছয় ভারতীয় কূটনীতিককে বহিষ্কার করার দুই দিন পর বুধবার ট্রুডো এ মন্তব্য করেছেন। কানাডার ভেতরে 'স্বাধীন খালিস্তান' পন্থি এক শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতার খুনের সঙ্গে ওই ছয় কূটনীতিকের সম্পর্ক ছিল এবং তারা কানাডায় ভারতীয় ভিন্নমতাবলম্বীদের নিশানা করার একটি বিস্তৃত প্রচেষ্টার সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন বলে অভিযোগ অটোয়ার। শিখ নেতা হরদীপ সিং নিজ্জার হত্যাকাণ্ডের ঘটনা নিয়ে ভারতের সঙ্গে কানাডার এক বছর ধরে বিবাদ চলছে আর এতে দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নতুন এক তলানীতে নেমেছে। এই পুরো সময়ে এবারই প্রথম ট্রুডো বিষয়টি নিয়ে এমন কড়া মন্তব্য করলেন। কানাডার রাজনীতিতে বিদেশি হস্তক্ষেপের বিষয়ে একটি স্বাধীন তদন্ত কমিশনকে দেওয়া সাক্ষ্যে ট্রুডো বলেন, নিজ্জরের হত্যাকাণ্ড আরো বৃহত্তর ভারতীয় অভিযানের অংশ ছিল। এতে কানাডার অভ্যন্তরে ভিন্নমতাবলম্বীদের নিয়মিতভাবে লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছিল। তিনি বলেন, কানাডিয়ানদের প্রতি সহিংসতা ... ভারতীয় সরকারের সহযোগীতায় করা হয়েছে এবং অনেক ক্ষেত্রেই তাদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। যখন ভারতের কাছে এই অভিযোগগুলো উপস্থাপন করা হয়, তখন তারা কেবল সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমণের মাত্রা বৃদ্ধি করেছে। কানাডার সরকার একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক অংশীদারের সঙ্গে বিবাদে জড়াতে না চাইলেও ট্রুডো বলেন, কানাডার সার্বভৌমত্ব রক্ষার ক্ষেত্রে তিনি কোনভাবেই পিছপা হবেন না। ভারত ও কানাডার মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে চলা কূটনৈতিক বিবাদ চলতি সপ্তাহে আবারও মাথাচারা দিয়ে উঠে। সম্প্রতি কানাডা সরকার অভিযোগ করেছে, সে দেশে অবস্থানরত ভারতীয় প্রতিনিধিরা এমন সব কর্মকাণ্ডে জড়িত রয়েছেন; যা কানাডার নাগরিকদের নিরাপত্তা হুমকিতে ফেলছে। অভিযোগের জের ধরে দুই দেশই একে অপরের কূটনীতিকদের বহিষ্কার করে। অবশ্য নিজ্জর নিহত হওয়ার পর ২০২৩ সালে কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো সে দেশের সংসদে ওই হত্যার সঙ্গে ভারত জড়িত বলে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। এ নিয়ে তখন থেকেই দুই দেশের সম্পর্কে ব্যাপক অবনতি হয়। এমনকি ভারত থেকে কানাডার বেশ কয়েকজন কূটনৈতিককে প্রত্যাহার করতে চাপ দেয় নয়াদিল্লি।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.১৪মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.১৪ মি.

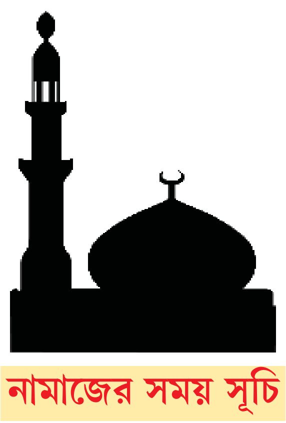

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.১৪	৫.৩৫
যোহর	১১.২৭	
আসর	৩.৩১	
মাগরিব	৫.১৪	
এশা	৬.২৪	
তাহাজ্জুদ	১০.৪৪	

ফক্স নিউজে কমলার সাক্ষাৎকার, উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়

আপনজন ডেস্ক: চলতি বছরের ৫ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের তিন সপ্তাহ আগে রক্ষণশীলদের দিকে ঝুঁকে থাকা টিভি চ্যানেল ফক্স নিউজকে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন ডেমোক্র্যাট প্রার্থী কমলা হ্যারিস। আলোচিত সেই সাক্ষাৎকারটি ছিল বেশ তর্ক-বিতর্কে ভরপুর। কমলার সাক্ষাৎকার নেন ব্রেট বেয়ার। ব্রেট বারবার অভিবাসনের প্রসঙ্গ তোলেন, বাইডেনের পরিবর্তে প্রার্থী হিসাবে কমলা হ্যারিসের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন করেন।

নাইজেরিয়ায় জ্বালানি ট্যাংকার বিস্ফোরণ, নিহত বেড়ে ১৪৭

আপনজন ডেস্ক: পশ্চিম আফ্রিকার দেশ নাইজেরিয়ায় জ্বালানি বহনকারী একটি ট্যাংকার বিস্ফোরণের ঘটনায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে ১৪৭ জনে দাঁড়িয়েছে। জানা গেছে, চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলার পর জ্বালানি ট্যাংকারটি উল্টে গিয়ে পেট্রল ছড়িয়ে পড়ার পর সেখানে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটে।

মঙ্গলবার (১৫ অক্টোবর) রাতে উত্তরাঞ্চলীয় জিগাওয়া রাজ্যে এ ঘটনা ঘটেছে বলে বুধবার পুলিশ ও রাজ্যটির জরুরি পরিষেবা জানিয়েছে।

জিগওয়া রাজ্যের জরুরি পরিষেবার প্রধান হারুনা মাইরিগা এ দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা ১৪৭ বলে জানিয়েছেন।

এ ঘটনাটি আফ্রিকার সবচেয়ে জনবহুল দেশ নাইজেরিয়ায় সম্প্রতি ঘটা সবচেয়ে মারাত্মক দুর্ঘটনা। দেশটি ব্যাপক নিরাপত্তা হুমকি ও জীবনযাত্রার ব্যয় সংকট সামলাতে হিমশিম খাচ্ছে।

জিগাওয়া রাজ্য পুলিশের মুখপাত্র লাওয়ান শিসু অ্যাডাম জানান, ট্যাংকারটি প্রাচীন শহর কানো থেকে উত্তরাঞ্চলীয় ইয়োবে রাজ্যে যাচ্ছিল। পথে রাজধানী আবুজা থেকে প্রায় ৫৩০ কিলোমিটার উত্তরে টাউরা স্থানীয় সরকারের এলাকার মাজিয়া শহরের কাছে চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন, এতে ট্যাংকারটি উল্টে যায় ও জ্বালানি ছড়িয়ে পড়ে।

১০০ সৈন্যসহ ইসরায়েলকে অত্যাধুনিক 'থাড' দিল যুক্তরাষ্ট্র

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলে অত্যাধুনিক ক্ষেপণাস্ত্রবিধ্বংসী ব্যবস্থা 'থাড' পাঠানোর ঘোষণা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। গত ১৩ এপ্রিল ও ১ অক্টোবর ইরানের ব্যাপক ক্ষেপণাস্ত্র হামলার পর এ ঘোষণা দিয়েছে দেশটি। খবর রয়টার্সের। থাডের পাশাপাশি সেসব পরিচালনার জন্য প্রায় ১০০ সেনাও পাঠাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। দেশটি জানিয়েছে, ইসরায়েলের আকাশ প্রতিরক্ষাকে শক্তিশালী করার জন্য এসব পাঠানো হচ্ছে।

ইসরায়েলে সেনাসহ প্রতিরক্ষা পাঠানোর বিষয়টি নিশ্চিত করেছে পেন্টাগন।

গত ১৩ এপ্রিল ও ১ অক্টোবর ইসরায়েলে নজিবিহীন হামলা চালায় ইরান। দেশটির এ হামলার পর যুক্তরাষ্ট্র এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ব্যালিস্টিক মিসাইলেরর বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের এ ঘোষণা ইসরায়েলকে আরও শক্তিশালী করে তুলবে। বিবিসির এক বিশ্লেষণে বলা হয়েছে, সর্বাত্মক যুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে মধ্যপ্রাচ্য। গত এক বছরে বিশ্বে অনেক সংকটময় মুহূর্ত এসেছে। তবে এবারেরটি সবচেয়ে ভয়াবহ। গত কয়েক দিন আগে লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহর নেতা হাসান নাসরুল্লাহ নিহত হয়েছেন। এরপর লেবাননে স্থল হামলা শুরু করেছে ইসরায়েল। জবাবে ইরান ইসরায়েলে প্রায় ২০০ ক্ষেপণাস্ত্র হামলা করেছে। এরপর তেহরানে পাল্টা হামলা চালানোর ঘোষণা দিয়েছে তেল আবিব।

যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন পশ্চিমা ও আঞ্চলিক শক্তিগুলো উত্তেজনা কমানোর জন্য চাপ দিচ্ছে।

গাজায় নিহত আরো ৬৫, মৃত্যু ছাড়াল ৪২ হাজার ৪০০

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি বাহিনীর অভিযানে সোমবার থেকে মঙ্গলবার পর্যন্ত গাজায় নিহত হয়েছেন অন্তত ৬৫ জন এবং আহত হয়েছেন আরো ১৪০ জন। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় এক বিজ্ঞপ্তিতে গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় নিশ্চিত করেছে এ তথ্য। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় গাজার ৬টি এলাকায় হামলা চালিয়েছে ইসরায়েলি সেনারা। এতে নিহত হয়েছেন অন্তত ৬৫ জন এবং আহত হয়েছেন আরো ১৪০ জন। তবে নিহত ও আহতের প্রকৃত সংখ্যা আরো বেশি। কারণ অনেকেই এখনো ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে আছেন। সড়ক যোগাযোগ ধ্বংস হয়ে যাওয়া এবং লোকবল ও সরঞ্জামের অভাব থাকার কারণে তাদের উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। বিবৃতিতে আরো বলা হয়েছে যে সর্বশেষ এই হামলার পর গাজায় মোট নিহতের সংখ্যা পৌঁছেছে ৪২ হাজার ৪০৯ জন। এছাড়া ইসরায়েলি বাহিনী অভিযান শুরুর পর থেকে এ পর্যন্ত মোট আহত হয়েছেন ৯৯ হাজার ১৫৩ জন। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর ইসরায়েলের ভূখণ্ডে অতর্কিত হামলা চালিয়ে ১ হাজার ২০০ জনকে হত্যা করে গাজা উপত্যকা নিয়ন্ত্রণকারী গোষ্ঠী হামাসের যোদ্ধারা। সেই সঙ্গে ২৪২ জনকে জিম্মি হিসেবে গাজায় নিয়ে আসে তারা। এই জিম্মিদের উদ্ধার এবং হামাসকে পুরোপুরি নিষ্ক্রিয় করতে সেই দিন থেকেই গাজায় অভিযান শুরু করে ইসরায়েলি বাহিনী, যা এখনো চলছে।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ২৮০ সংখ্যা, ২ কার্তিক ১৪৩১, ১৪ রবিউস সানি, ১৪৪৬ হিজরি

সতর্কতা

উন্নয়নশীল বিশ্ব যেইভাবে চলিতেছে, তাহা এইভাবে খুব বেশি দিন চলিতে পারে না। যেই সকল দেশে একের পর এক সীমালঙ্ঘনের ঘটনা ঘটিয়া চলে। সেই সকল দেশের জনগণ নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য একদা আন্দোলন-সংগ্রাম গড়িয়া তোলে। নিজেদের জীবন উত্সর্গও করে। ইহার মাধ্যমে তাহারা যেই সকল অধিকার অর্জন করিতে চাহে, তাহা সাময়িক সময়ের জন্য পাইলেও আবার তাহারা হইয়া পড়ে সেই সকল অধিকারহারা। অতঃপর নূতনভাবে অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তাহাদের লড়াই করিবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে। দীর্ঘদিন পর এই সকল দেশের মানুষ শিক্ষাদীক্ষায় উন্নতি লাভ করিয়াছে। দেশবিদেশ ঘুরিয়া বিশেষ অভিজ্ঞতা অর্জনকারী মানুষের সংখ্যাও বাড়িয়াছে। ইহা ছাড়া বর্তমানে তথ্যপ্রযুক্তির উন্নতির কারণে এই গ্লোবাল বিশ্ব ক্রমেই ছোট হইয়া আসিতেছে। পরিণত হইয়াছে এক গ্লোবাল ভিলেজ বা বৈশ্বিক গ্রামে। ইহাতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষের সহিত তথ্য ও দৃষ্টিভঙ্গির আদানপ্রদানও বাড়িয়াছে। এমতাবস্থায় উন্নয়নশীল দেশ পরিচালনায় যাহারা আছেন, তাহাদের আরো সতর্ক হইবার প্রয়োজন ছিল; কিন্তু সতর্কতা অবলম্বন না করিয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহারা সীমালঙ্ঘনের পরিচয় প্রদান করিতেছেন। এই সকল দেশের মানুষ কোর্ট-কাচারি ও অফিস-আদালতে গিয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে হয়রানির শিকার হইতেছে। বিচারের বাণী কাঁদিতেছে নীরবে-নিভৃতে। বিনা বিচারে অনেকে কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে কাটাইতেছে দিনের পর দিন। মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও সাজানো মামলার কারণে নিরপরাধ ও অসহায় বনি আদমের কান্নায় আল্লাহর আরশ পর্যন্ত কাঁপিয়া উঠিতেছে। এই সকল মামলা-মোকদ্দমার পিছনে লক্ষ লক্ষ টাকা জোগান দিতে গিয়া অনেকে নিঃস্ব হইয়া পথের ভিখারিতে পরিণত হইতেছে। যাহারা এইভাবে অবর্ণনীয় দুর্ভোগ পোহাইতেছে, তাহারা একদিন যে প্রতিবাদমুখর হইবে না, তাহা নিশ্চয়তা দিয়া বলা যায় না। জীবনের দুঃসহ অভিজ্ঞতা হইতেই তাহারা শিখিতেছে প্রতিবাদের ভাষা। তাহারা যখন জাগিবে, তখন যদি এই সকল দেশে বিশৃঙ্খলা, ভাঙচুর, রক্তপাত ইত্যাদি দেখা দেয়, তখন সেই পরিস্থিতি কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে, তাহা কি কল্পনা করা যায়? অতএব, কোনোভাবেই সীমা লঙ্ঘন করা উচিত নহে। কেননা সীমালঙ্ঘনকারীকে সৃষ্টিকর্তা পছন্দ করেন না এবং সীমালঙ্ঘনকারীর পতন অনিবার্য। আমাদের মনে রাখিতে হইবে, পশ্চিম পাকিস্তানের মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ির কারণে পূর্ব পাকিস্তান মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। ২৩ বত্সরের শাসনামলে তাহারা যেই সকল অন্যায়-অবিচার করিয়াছিলেন, তাহার মাশুল শেষপর্যন্ত তাহাদের দিতে হইয়াছে। অনুরূপভাবে বিশ্বের যে কোনো দেশে বা অঞ্চলে যে কেহই বাড়াবাড়ি করুন না কেন, ইহার জন্য আজ হউক বা কাল হউক, তাহাদের মূল্য দিতে হইবেই। ন্যাচারাল জাস্টিস বলিয়া যে কথা প্রচলিত রহিয়াছে, ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনায় আমরা তাহার প্রতিফলন দেখিতে পাই। যাহারা অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে সীমা লঙ্ঘন করেন, তাহাদেরও শেষ পরিণতি হয় একই। বাস্তবে এই সকল ঘটনা দেখিতে পাইয়াও কি আমরা শিক্ষা গ্রহণ করিব না? আমরা বলি না যে, কোনো দেশে দুর্নীতি ও অনিয়ম থাকিবে না; কিন্তু ইহা যেন সর্বদা সহনশীল থাকে, সেই প্রচেষ্টাই আমাদের চালাইয়া যাইতে হইবে। প্রসঙ্গত, আমরা এই কথাও বলিতে চাই যে, আজ যাহারা বিশ্বে যুদ্ধবিগ্রহের মাধ্যমে সীমা লঙ্ঘন করিতেছেন, পাখির মতো গুলি করিয়া মানুষ মারিতেছেন, মানুষের ঘরবাড়ি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমনকি হাসপাতালে বিমান হামলা চালাইয়া গুঁড়াইয়া দিতেছেন, নারী ও শিশুদের হত্যা করিতেছেন, তাহাদের এই বাড়াবাড়ির পরিণামও কখনো শুভ হইবে না। সমস্ত পৃথিবী আজ স্তব্ধ হইয়া তাকাইয়া রহিয়াছে এই সকল বেদনাদায়ক ঘটনাবলির দিকে। আমরা আজ এমন এক বিশ্বে বসবাস করিতেছি, যেখানে আমাদের অসহায়ত্ব প্রকাশ করা ছাড়া আর কিছুই করিবার নাই। এক শক্তিধর নেতা প্রতিবেশী এক দেশের উপর হামলা চালাইয়া তাহার বেশ কিছু অঞ্চল দখল করিয়া এখন তাহা ছাড়িতে নারাজ। এদিকে মধ্যপ্রাচ্যে শান্তিচুক্তি, যুদ্ধবিরতি ইত্যাদি শব্দগুলি শুনিতে ভালো লাগিলেও দুই পক্ষের যে নিরপরাধ হাজার হাজার মানুষ ইতিমধ্যে মারা গেল, তাহার বিচার কি হইবে না? আমরা মনে করি, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় বা আন্তর্জাতিক যে পর্যায়েই হউক না কেন, সীমা লঙ্ঘন করিলে একদিন না একদিন ইহার কুফল ভোগ করিতে হইবেই। সুতরাং সময় থাকিতে এই ব্যাপারে আমাদের সতর্কতা অবলম্বন করা কি উচিত নহে?

চিকিৎসা অঙ্গনে অভিযুক্তদের বিচার চাই

ধর্ষণ কোন নতুন ঘটনা নয়, ভারতে প্রতিদিন গড়ে ৮৬ জন ধর্ষিত হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অভিযুক্ত তার নিকট আত্মীয় স্বজন থেকে শুরু করে বন্ধুবান্ধব ও ঘনিষ্ঠ লোকজন। আর এই অপরাধকে বিভিন্ন সময়ে সরকার ধামাচাপা দিতে যাই নানা রাজনৈতিক কারণে ও নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে। বিজেপি, তৃণমূল, কংগ্রেস থেকে প্রতিটি রাজনৈতিক দল সকলেই নানা কারণে একই পথে চলেন।তবে এই ধামাচাপার কাজে বারবার কাজে লাগানো হয় ডাক্তার বাবু ও পুলিশদের। লিখেছেন **ড. মুহাম্মদ ইসমাইল...**

ধর্ষণ কোন নতুন ঘটনা নয়, ভারতে প্রতিদিন গড়ে ৮৬ জন ধর্ষিত হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অভিযুক্ত তার নিকট আত্মীয় স্বজন থেকে শুরু করে বন্ধুবান্ধব ও ঘনিষ্ঠ লোকজন। আর এই অপরাধকে বিভিন্ন সময়ে সরকার ধামাচাপা দিতে যাই নানা রাজনৈতিক কারণে ও নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে। বিজেপি, তৃণমূল, কংগ্রেস থেকে প্রতিটি রাজনৈতিক দল সকলেই নানা কারণে একই পথে চলেন। তবে এই ধামাচাপার কাজে বারবার কাজে লাগানো হয় ডাক্তার বাবু ও পুলিশদের। ময়নাতদন্ত রিপোর্ট মিথ্যে লেখা হয় প্রভাবশালীদের আড়াল করতে। এমন অভিযোগ হাজার হাজার মেডিক্যাল কলেজ ও নানা ডাক্তারের বিরুদ্ধে। খেয়াল খুশি মত কেস সাজানোর জন্য মেডিক্যাল সার্টিফিকেট দেওয়া হয় টাকা ও নানা সুযোগ সুবিধার লোভে। পুলিশ তদন্ত করে মিথ্যা সিলমোহর লাগায় বহু সত্যি ঘটনার। আর জি কর নিয়ে পশ্চিম বাংলা উত্তল প্রায় দুই মাস ধরে। তা নিয়ে জুনিয়র ডাক্তারদের কর্ম বিরতি চলছে বিচারের দাবিতে। শুধু তাই নয়, তাদের সাথে শামিল হয়েছে ডান, বাম থেকে গেরুয়া শিবিরসহ নাগরিক বিন্দু। হা তবে, এবারের আন্দোলন এক নতুন চেহারা মেয়েদের রাত দখল বিভিন্ন শহর ও সেমি শহরগুলোতে। পশ্চিমবাংলার ইতিহাসে এত জনজোয়ার ও জোরদার প্রতিবাদের চেনা চিত্র মনে পড়ছে না। আরজিকর মেডিকেল থেকে শুরু হলেও ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়েছে সকল মেডিক্যাল কলেজ ও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে নানা সামাজিক সংগঠনে। খুন করে মেডিক্যাল ছাত্রীকে ধর্ষণ বা ধর্ষণ করে খুন যা অত্যন্ত বেদনা দায়ক ও সভ্যতার ইতিহাসে বর্বরোচিত দিনক্ষণ। শুধু তাই নয়, তাও আবার অভিযুক্তরা তার সহকর্মী জুনিয়র ডাক্তার। কলেজের অধ্যক্ষ সাহেবের বিরুদ্ধে ধামাচাপা দেওয়ার অভিযোগ। তারজন্য রাজ্য জুড়ে সরকারি চিকিৎসা কেন্দ্রগুলোতে কর্মবিরতি চলছে ধর্ষণে অভিযুক্ত দোষীদের শাস্তি চেয়ে। কিন্তু শুরু থেকে অভিযোগ কলেজের অধ্যক্ষ নাকি তথ্য লোপাট করছেন ঘটনার ধামাচাপা দিতে। দুইবার মেডিক্যাল রিপোর্ট করা হয় ও মেডিক্যাল রিপোর্টে নানা অযৌক্তিক ফলাফল নিয়ে প্রশ্ন উঠছে নানা মহলে। তবে এটা প্রথম নয়, এমন বহু অসৎ ডাক্তার ও চিকিৎসা কর্মী আছেন রাজ্যজুড়ে যারা নয় কে ছয় করতে পারে। তার ফলে আসল অপরাধী ছাড়পত্র পায় ভুয়ো রিপোর্টের দৌলতে। শুধু তাই নয়, বহু অভিযোগ ডাক্তারদের বিরুদ্ধে রয়েছে, ধর্ষিত মেয়েদের রিপোর্ট দেওয়া হয় না রাজনৈতিক চাপে ও মোটা টাকার বিনিময়ে। আবার কখনো মিথ্যে কেস সাজানোর জন্য একাধিক মিথ্যা ধর্ষণ, খুন, ও আহত হওয়ার রিপোর্ট দেওয়া হয় মোটা টাকা এবং রাজনৈতিক নেতাদের পরামর্শে মর্যাদাপূর্ণ পদের লোভে। প্রতিদিন সাধারণ মানুষ চোখের জল ফেলছেন ডাক্তারদের নানা কর্মকাণ্ডে। কখনো চিকিৎসা না পেয়ে রোগী মারা যায়, কখনো চিকিৎসায় গাফিলতি, কখনো ভুল চিকিৎসা, কখনো মুমুর্ষ রোগীকে ভর্তি না নিয়ে, দালালচক্রের মাধ্যমে হসপিটালে ভর্তি করানো, কখনো মৃত্যু ব্যক্তিকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আইসিইউতে রেখে অতিরিক্ত বিল করা, আবার কখনো কখনো নানা কোম্পানির সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে নানা কমজোর ওষুধ ব্যবহারের নির্দেশনা নিয়ে। তারপরও গ্রাম-বাংলার, হতদরিদ্র মানুষের কাছে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করার মত কোন পথ নেই। কারণ সাধারণ ও খেটে খাওয়া অধিকাংশ মানুষ সরকারি চিকিৎসা কেন্দ্রে চিকিৎসা করান। আর এই চিকিৎসকদের মূল্য সাধারণ মানুষের কাছে ভগবানের সমান। অথচ ভগবানদের দুর্ব্যবহার ও নানা অপরাধে সাধারণ মানুষেরা চুপ থাকে। এইভাবে বহু রোগী স্বর্গ বাসী হন ও আত্মীয়স্বজন হারা হন সাধারণ মানুষ গুলো। রাজ্যজুড়ে ডাক্তারদের কর্মবিরতির ফলে আবার সাধারণ মানুষেরা অসহায়। সাধারণ, গরিব, হতদরিদ্র রোগীর আত্মীয়-স্বজনেরা বিভিন্ন হসপিটাল ও মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসার জন্য যাচ্ছেন। অথচ জুনিয়র ডাক্তারদের কর্মবিরতির ফলে মুমূর্ষু রোগীরা চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত। তার ফলে আবার চিকিৎসা না পেয়ে মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়ছে সাধারণ মানুষ। অথচ যাদের নিয়ে আন্দোলন তারা বেসরকারি চিকিৎসা কেন্দ্র থেকে পরিষেবা গ্রহণ করছেন এবং অধিকাংশ ডাক্তার বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চিকিৎসা প্রদান করছেন। যারা এমন জঘন্য ঘটনার কারিগর, যারা সরকারি ক্ষমতার শীর্ষ বসে এমন অপরাধ করছেন ও অপরাধীদের আড়াল করছেন তারা দিব্যি চিকিৎসা পাচ্ছে। যারা আন্দোলন করছেন সরকারি নানা পদে বসে, তাদের কোন অসুবিধা নেই। প্রথমে চিকিৎসা বন্ধ করুন প্রভাবশালীদের, কেন সাধারণ মানুষের চিকিৎসার অধিকার থেকে বঞ্চিত করছেন। ২০২১ সালের একটি ঘটনা, বিধানসভা ভোটের পর কোরণা ভাইরাস ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র। হঠাৎ এক বৃদ্ধার কোরণা পজেটিভ ধরা পড়লো এবং অক্সিজেন লেভেল মাত্র ৮২ শতাংশ। শহরের বিভিন্ন সরকারি হসপিটাল ও মেডিক্যাল কলেজে ঘোরা ফেরার পর ভর্তি করানোর ব্যবস্থা হল না। অবশেষে এক নিকট পরিচিত ডাক্তারি পড়ুয়ার হাত ধরে কোনোক্রমে এক নামি মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করানো হলো। কিন্তু ডাক্তার বাবুরা জানিয়ে দিলেন আইসিইউ সাপোর্ট ছাড়া কোনোভাবে রোগীকে বাঁচানো যাবেনা। শুধু তাই নয়, কোরণা পজেটিভ ওয়ার্ডে বেড খালি না থাকার কারণে সাধারণ ওয়ার্ডে রাখা হয় প্রাথমিক ভাবে কয়েকজন কোরণা পজেটিভ রোগীকে অক্সিজেন সাপোর্ট দিয়ে। আবার হসপিটালে পরীক্ষা নিরীক্ষার পরে মোবাইলে রিপোর্ট আসে করুণা পজেটিভ। তা কর্মরত পিজিটি ডাক্তারকে দেখানো হলে তিনি রসিকতা শুরু করেন অমানবিক ভাবে এবং বলতে থাকেন দারুণ খবর। এবার আপনি বাইরে যান, আর রিপোর্টের কপি প্রিন্ট করে নিয়ে আসুন। আমি সাথে সাথে লিখে দেবো যেখানে খুশি নিয়ে যান। একজন ডাক্তারের হাবভাব ও ভঙ্গিমা দেখে রীতিমতো হতভম্ব হয়ে পড়ি ও অবাক হয়ে যায়। একজন ডাক্তার কতটা অমানবিক হলে একজন মুমূর্ষু রোগীর নিজ আত্মীয়ের সঙ্গে এমন ব্যবহার করতে পারেন। অবশেষে বাধ্য হয়ে তা করতে হয়। কিন্তু আমাদের কাছে কোন উপায় না থাকায় বারবার কাকুতি মিনতি করার পর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ রোগীকে রাখার নির্দেশ দেয়। তবে কোথাও খালি পেলে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। রাত দশটার সময় শেষ দেখা হলে বলা হয় অক্সিজেন লেভেল বৃদ্ধি পেয়ে ৯৬ এর মধ্যে রয়েছে। তা শুনে আমরা স্বস্তি পায় ও সকাল সাড়ে ছটার জন্য অপেক্ষা করতে থাকি। কিন্তু সকাল সাড়ে ছটায় ওয়ার্ড গিয়ে দেখি অক্সিজেন খোলা অবস্থায় রোগী পড়ে রয়েছে নিথর হয়ে। কিছু বুঝতে না পেরে আমরা চেষ্টা করি অক্সিজেন লাগিয়ে দিতে, কর্তব্যরত চিকিৎসক, নার্স, তখন তাদের বেডরুমে ঘুমাচ্ছেন। আয়া জানালো তিনি পাঁচটার সময় তাকে স্নান ও চুল বেঁধে গেছেন তখন তিনি সুস্থ ছিলেন এবং অক্সিজেন লাগানো ছিল, পাশের বেডের রোগী জানাই অক্সিজেন খুলে যায়, চিৎকার করতে থাকে কিন্তু কেউ আসেনি। শেষমেষ নিশ্চুপ হয়ে যায়। এমন সন্দীপ ঘোষের মতো বহু চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী আছেন যারা চিকিৎসাকে মহান পেশা ও সেবামূলক হিসেবে গ্রহণ করতে পারেনি। আর তাদের জন্য হয়রানির শিকার সাধারণ মানুষ ও বদনাম হচ্ছে বহু কর্তব্যরত মানবিক চিকিৎসকেরা। কর্মবিরতির সময় কল পেয়েছিলাম এক ছাত্র থেকে- তার আত্মীয় অসুস্থ। দরিদ্র আত্মীয়কে সরকারি হসপিটালে নিয়ে গেলে কর্ম বিরতির ফলে চিকিৎসা পায়নি। অবশেষে পরিচিত ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলেও শেষ রক্ষা হয়নি কয়েকদিন ধরে চিকিৎসা না পাওয়ার কারণে। তাই চিকিৎসকদের কাছে বিশেষ আবেদন আপনারা কর্মবিরতি করুন কিন্তু চেম্বার, নার্সিংহোম থেকে বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে রোগী দেখা বন্ধ করুন।

বড়লোকদের আপনারা চিকিৎসা পরিষেবা বজায় রেখেছেন, আর অসহায়, হতদরিদ্র, গরিব মানুষজন টাকার অভাবে বিভিন্ন সরকারি মেডিক্যালে চিকিৎসা না পাওয়ার কারণে হয়রানির শিকার হচ্ছেন। আর ডাক্তারেরা কর্মবিরতি ও পদত্যাগের মধ্যে দিয়ে জন সাধারণতকে বাধ্য করছে সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে। সাধারণ মানুষের ওপর ভর করে বিচার চাইছেন বকলেম। জনসাধারণ ছাড়া যে কোনো গতি নেই তা অন্তত খেয়াল রেখে জনসাধারণ যাতে চিকিৎসা অঙ্গনে সুচিকিৎসা ও মর্যাদা তা খেয়াল রাখা বাঞ্ছনীয়। একবার জনরোষের মুখে পড়লে সরকার থেকে শুরু করে সকলের আস্ফালন চিরতরে শেষ হবে।

> **কিন্তু শুরু থেকে অভিযোগ কলেজের অধ্যক্ষ নাকি তথ্য লোপাট করছেন ঘটনার ধামাচাপা দিতে। দুইবার মেডিক্যাল রিপোর্ট করা হয় ও মেডিক্যাল রিপোর্টে নানা অযৌক্তিক ফলাফল নিয়ে প্রশ্ন উঠছে নানা মহলে। তবে এটা প্রথম নয়, এমন বহু অসৎ ডাক্তার ও চিকিৎসা কর্মী আছেন রাজ্যজুড়ে যারা নয় কে ছয় করতে পারে। তার ফলে আসল অপরাধী ছাড়পত্র পায় ভুয়ো রিপোর্টের দৌলতে। শুধু তাই নয়, বহু অভিযোগ ডাক্তারদের বিরুদ্ধে রয়েছে, ধর্ষিত মেয়েদের রিপোর্ট দেওয়া হয় না রাজনৈতিক চাপে ও মোটা টাকার বিনিময়ে। আবার কখনো মিথ্যে কেস সাজানোর জন্য একাধিক মিথ্যা ধর্ষণ, খুন, ও আহত হওয়ার রিপোর্ট দেওয়া হয় মোটা টাকা এবং রাজনৈতিক নেতাদের পরামর্শে মর্যাদাপূর্ণ পদের লোভে। প্রতিদিন সাধারণ মানুষ চোখের জল ফেলছেন ডাক্তারদের নানা কর্মকাণ্ডে। কখনো চিকিৎসা না পেয়ে রোগী মারা যায়, কখনো চিকিৎসায় গাফিলতি, কখনো ভুল চিকিৎসা, কখনো মুমুর্ষ রোগীকে ভর্তি না নিয়ে, দালালচক্রের মাধ্যমে হসপিটালে ভর্তি করানো, কখনো মৃত্যু ব্যক্তিকে ঘন্টার পর ঘন্টা আইসিইউতে রেখে অতিরিক্ত বিল করা, আবার কখনো কখনো নানা কোম্পানির সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে নানা কমজোর ওষুধ ব্যবহারের নির্দেশনা নিয়ে।**

● *মতামত লেখকের নিজস্ব*

ইরান কতটুকু শক্তিশালী?

আয়াজ আহমদ মাঝারভূঁইয়া

ইরান এমন একটি দেশ - যার কাছে সুপার পাওয়ার আমেরিকাও অসহায়। ইরান যদি চায় তবে আধা পৃথিবীর অর্থনীতি কিছু সময়ের ভেতর মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে পারবে। কারণ, ইরান যে জায়গায় অবস্থিত - সে জায়গা দিয়ে পৃথিবীর ৪০ শতাংশ তেল ও মাল সাপ্লাই হয়। ইরান একটি ছোট দেশ কিন্তু এর তুলনা আমেরিকার মতো শক্তিশালী দেশের সাথে করা হয়। যেখানে ইরানের সুরক্ষা বাজেট মাত্র ৬ আরব ডলার সেখানে আমেরিকার সুরক্ষা বাজেট ৫৮৭ আরব ডলার। ইরানের কাছে পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্ধর্ষ সেনা আছে। ৬ লাখ ৭০ হাজারের বেশি সেনা ইরানের আছে। ইরানের কাছে ৫৫১ মিলিটারি এয়ারক্রাফট, ৪০০০ ট্যাংক ও ৬৫,০০০ বখতরবন্দ গাড়ি মজুদ আছে। যা কোনো দেশের অর্থনীতি বরবাদ করার জন্য যথেষ্ট। আমেরিকান গোয়েন্দা দফতরের একটি রিপোর্ট অনুযায়ী, ইরান মিডিল ইস্টের একমাত্র দেশ - যার কাছে সবচেয়ে বেশি ব্যালেস্টিক মিসাইল আছে। কিছু দিন আগে রাশিয়া ইরানকে এমন একটি খতরনাক এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম দিয়েছে। যার মাধ্যমে ইরান ইজরায়েল ও আমেরিকার যে কোনো মিসাইল ধ্বংস করতে পারবে। উল্লেখ্য, এই ডিফেন্স সিস্টেমের নাম - S-400। যেটিকে পৃথিবীর সবচেয়ে খতরনাক এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম মানা হয়। বলা হচ্ছে, এই এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম দিয়ে যে কোনো দিক থেকে আসা ফাইটার জেট, মিসাইল, ড্রোন অথবা হেলিকপ্টার লক্ষ্যবস্তু বানানো যাবে। এই ডিফেন্স সিস্টেম বহনযোগ্য অর্থাৎ এটি যে কোনো জায়গায় নিরাপদে নিয়ে মিসাইল ছুঁড়া যায়। এটিকে S-400 এজন্য বলা হয়-কারণ, এটির আঘাত করার ক্ষমতা ৪০০ কিঃমিঃ হয়। অর্থ্যাৎ এটি ৪০০ কিঃমিঃ দূরের যে কোনো মিসাইলকে ভূপতিত করতে পারে। এটি একসাথে ৩২ টি টার্গেট বা লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করতে পারে। রাশিয়া ও চীন ইরানের সাথে মিলে কিছু weapon system develop করেছে ও অনেক বেশি উৎপাদন করে রেখেছে যে western dominance ও weapon technology এবং অস্ত্র বিক্রি এক প্রকারের চ্যালেঞ্জের মুখে এনে দাঁড় করিয়েছে। ইরানের কিছু অস্ত্র যে অস্ত্র ইজরায়েলের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। যেমন : ১/ মুটার্স :- যে কোনো বিল্ডিং উড়িয়ে দিতে সক্ষম। সাধারণ যুদ্ধাও এটা বানাতে পারবে। বহনযোগ্য, হালকা ও স্বল্প খরচে তৈরি করা যায়। ইরানের প্রক্সি হামাস, হুতি ও হিজবুল্লাহ র Mass produce করে থাকে। ২/ কামাকাজি ড্রোনস। ৩/ হাইয়ার লেভেল ক্রজ মিসাইলস ও ৪/ চুড়ান্তে ব্যালেস্টিক মিসাইলস। এছাড়া বাবর-৩৭৩, এস-৩০০ ও খুরদাদ এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম ইরানের কাছে আছে। ইরানের এসব যুদ্ধাস্ত্রের ভয়ে ইজরায়েল আমেরিকা ও পশ্চিমা বিশ্বের সাহায্য নিয়ে একটি মাল্টিলিয়ারড এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমে তৈরী করতে বাধ্য হয়েছে। র একটি অংশ মাত্র- " আয়রন ডোম"! এখন শোনা যাচ্ছে, ইরান নাকি মাটির ১০ কিঃমিঃ গভীরে পরমাণু বা নিউক্লিয়ার টেস্ট করেছে। যাকে ইরান ও মধ্যপ্রাচ্যের জন্য ক্ষমতায় সমতা নির্ধারণকারী রূপে বিবেচনা করা হচ্ছে।

বাংলার মুকুটে ধ্রুপদীর স্বর্ণপলক

অভয় মিশ্র

বিশ্বের বৃহত্তম সংসদীয় গনতন্ত্রের অদ্বিতীয় নজির ভারত। এই ভারতে যেমন বহুল প্রজাতির মানুষের বাস তেমনি তাদের মত আদান প্রদানের জন্য রয়েছে বিভিন্ন ভাষা। আমাদের মাতৃভাষা বাংলা। মাতৃভাষা হচ্ছে মায়ের ভাষা।জন্মের পর মায়ের মুখ দিয়ে এই ভাষা শোনা ও তা অনুকরন করেই পথচলা। বিশ্বের কুড়ি কোটির বেশি মানুষ এই ভাষায় কথা বলেন। সারা বিশ্বে সপ্তম বৃহত্তর বলা ভাষায় সাম্মানিক আসন বাংলা ভাষার দখলে। ভাষার রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে দেশের জন্ম এই কৃতিত্বও বাংলা ভাষার ঝুলিতেই।
বাংলা ভাষার জন্মবৃত্তান্ত নিয়ে ঐতিহাসিক মহলে বিতর্কের অন্ত নেই। কেউ কেউ মনে করেন বাংলা ভাষা সংস্কৃত ভাষার দুহিতা। আবার অনেকে বলেন দুহিতা নয় রয়েছে শুধু আত্মীয়তার সম্পর্ক। ধ্রুপদী সভ্যতা হল ভূমধ্যসাগরকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা একটা সাংস্কৃতিক ঐতিহাসিক যুগ যা প্রাচীন গ্রিস ও রোমের সাথে

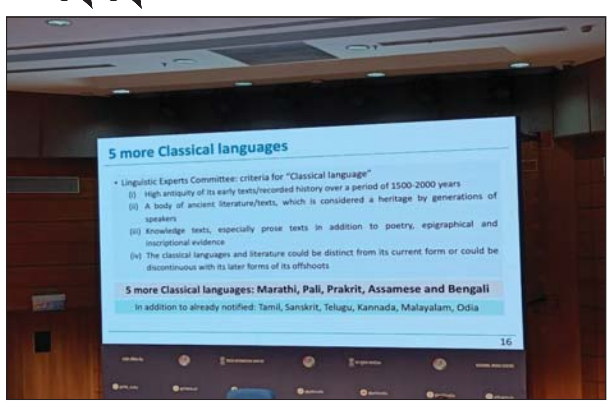

তুলনীয়। মহাভারতে দ্রোপদীর পিতা ধ্রুপদ। সেই আদি বোঝাতেই নাকি ধ্রুপদী শব্দের আগমন। ধ্রুপদী ভাষা বলতে বোঝায় অতি প্রাচীন ভাষা (আজ থেকে ১৫০০ বছর বা তার বেশি), স্বাধীন ও স্বাবলম্বী।যার রয়েছে সমৃদ্ধ সুপ্রাচীন সাহিত্যের ভান্ডার। শারদীয়ার মরসুমে ভাষাপ্রান বাঙালির শারদ সন্মান- "বাংলা ভাষার ধ্রুপদী ভাষার মর্যাদা।" কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্কৃতিমন্ত্রক নতুন করে পাঁচটি ভাষাকে ধ্রুপদী ভাষার মর্যাদা দিল।এই পাঁচটি ভাষার মধ্যে বাংলা ভাষার নামও জুড়ল। সারা ভারত জুড়ে বাংলা ভাষার বিকাশ, গবেষণা ও সরকারি ক্ষেত্রে ব্যবহারের দ্বার উন্মুক্ত হল। আশাবাদী বাংলা ভাষার প্রচার ও প্রসারের পথ আরো প্রশস্ত হবে। যে ভাষা দেশকে" জন গন মন অধিনায়ক" দিয়েছে ওপার বাংলার জাতীয় সঙ্গীত যে সুরে ধাবিত সেই ভাষার এই সন্মান প্রাপ্তির সময়ের দুরত্ব বিলম্বিত বোধদয়।
প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনে প্রচারে এসে বাংলা ভাষার মধুরতা নিয়ে প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন। এমনকি তিনি আরো এক পা বাড়িয়ে বাংলা ভাষা শেখার আগ্রহও দেখিয়েছিলেন। যেখানে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বার বার বাংলা বলার চেষ্টা করেছেন। লোকসভা ভোটেও বাংলা ও বাঙালির মন কাড়তে ব্যর্থ কেন্দ্র সরকার ২০২৬ এর নির্বাচনের আগে পথের কাঁটা পরিষ্কার করতে নামছেন বলে একশ্রেণীর অভিমত। ভাষা নদীর মত বহমান। বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর নিঃসন্দেহে আজ খুশির দিন। বাঙালির অধিকার আদায়ে তিনি সফল। তবে গর্বের পাশাপাশি দায়বদ্ধতাও বাড়ল। বেশিরভাগ ধ্রুপদী ভাষায় আজ মৃত।
এগুলোতে কেউ আর সাহিত্য রচনা করেন না। এর বিস্তার ও প্রসারে রাস্তাঘাট, হসপিটাল, অফিস আদালত, সরকারি কাজে বাংলার অন্তর্ভুক্তি জোরালো করতে হবে। ইতিমধ্যে রাজ্য সরকার বাংলার একাধিক সরকারি পরীক্ষায় বাংলা লেখা,পড়া ও বলাকে যোগ্যতার মাপকাঠি করেছেন। ইংরেজি মাধ্যমের বিদ্যালয়গুলির ক্ষেত্রেও বাংলাচর্চার দিকটিতেও আলোকপাত করতে হবে। তবে বড় প্রশ্ন চিহ্নের (?) কাছে আমরা যে, বাংলিশ বাঙালির কথায় কথায় সরি বলা অভ্যাসে ধ্রুপদী কতটা দাগ কাটতে পারবে!
তবে আজ খুশিতে আত্মহারা বাঙালির কণ্ঠে এই সুর স্পষ্ট যে এই বাংলার মায়াভরা পথে হেঁটে যতদূর চলুক রবি-নজরুল-জীবনানন্দের ছবি বুকে ধরে বলবেই "বাংলা আমার তৃষ্ণার জল, তৃপ্ত শেষ চুমুক"। মহামতি গোখলের চিরন্তন বাণী "বাংলা আজ যা ভাবে,ভারত আগামীকাল তা ভাববে" তাতে আরো একবার সীলমোহর পড়ল।

প্রথম নজর

বাঁধের কাজ পরিদর্শনে এসে গ্রামবাসীদের বিক্ষোভের মুখে মন্ত্রী

আসিফা লস্কর ● নামখানা

আপনজন: প্রতিবছরই বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিপর্যয় সম্মুখীন হতে হয় দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকা নামখানা। কখনো নদী ভাঙন এবং কখনো জলোচ্ছ্বাসের সম্মুখীন হতে হয় এলাকাবাসীদের। এলাকায় মাটির নদী বাঁধ থাকার কারণে প্রতি বছরই কোনো না কোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয় কিংবা কোটালের জোয়ারের জলের তোরে ভেঙে যায় মাটির নদী বাঁধ। মাটির নদী বাঁধ ভেঙে প্লাবিত হয় গোটা এলাকা। এলাকাবাসীদের রক্ষা করতে সেই মাটির নদী বাঁধ আবারও নির্মাণ করার জন্য গ্রামবাসীদের জমি অধিগ্রহণ করে সেচ দপ্তর। কিন্তু অস্থায়ীভাবে নদী বাঁধ মেরামতির কাজ করার কারণে পুনঃ নির্মাণ করা সেই নদী বাঁধ আবারো ভেঙে যায়। এর ফলে গ্রামবাসীদের আবারো জমি দিতে হয় স্থায়ী কংক্রিটে নদী বাঁধ না থাকার কারণে একটু একটু করে নিজেদের চাষ যোগ্য জমি হারাচ্ছে লাকাবাসীরা।সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকার নামখানার নারায়ণগঞ্জ যেখানে বারে বারে নদী বাঁধ ভেঙে প্লাবিত হয় গোটা এলাকা এমনকি সবেমাত্র সমাপ্ত হওয়া দুর্গা পূজার আগেই প্রায় ৫০ মিটার নদী বাঁধ ভেঙে যায় আতঙ্কিত হয়ে পড়ে এলাকার মানুষজন। বিষয়টি প্রশাসনিক তৎপরতার সাথে কাজ শুরু হয় কিন্তু কাজ করতে গিয়ে একটি জেসিবিও নদী গর্ভে ভাঙ্গনের কবলে পড়ে চলে যায়। বৃহস্পতিবার দিন সকালবেলা সেই নদী বাঁধ পরিদর্শনে এসেই এলাকার মানুষের বিক্ষোভের মুখে পড়লেন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা। একেবারে পুলিশ প্রশাসনের সামনেই মন্ত্রী কে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে এলাকার মানুষজন। মূলত এলাকার মানুষের দাবি একাধিকবার এই এলাকায় নদী বাঁধ ভাঙলেও প্রশাসন সঠিকভাবে নদী বাঁধ মেরামত করে না। যে কারণে বারে বারে নদী বাঁধ ভেঙে প্লাবিত হয় তাদের চাষের জমি। এমনকি এই ভাঙ্গনের কবলে পড়ে এক মহিলার মৃত্যু হয়েছে ওই এলাকার। স্থানীয় নদী বাঁধ না করতে পারলেও বোল্ডার ফেলে কাজ করলে বারে বারে এই নদী বাঁধ ভাঙতো না এমনটাই দাবি গ্রামবাসীদের।

চেন্নাইয়ে লালগোলার যুবক বিদ্যুৎস্পৃষ্ট

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: ফের ভিন রাজ্যে গিয়ে মৃত্যু হল লালগোলার এক পরিযায়ী শ্রমিকের। মৃতের নাম মাসুদ রানা (২০), তার বাড়ি লালগোলা থানার রামচন্দ্রপুর এলাকায়। পরিবার সূত্রে খবর, অভাবের সংসারে হাল ধরতে লালগোলা ব্লকের রামচন্দ্রপুরের বাসিন্দা মাসুদ রানা চার মাস আগে রাজমিস্ত্রির কাজে চেন্নাই যায়। কয়েকদিন ধরে নিম্নচাপের প্রভাবে প্রবল বর্ষণের মাঝেও বুধবার দুপুরে সহকর্মীরা কাজে না গেলেও মাসুদ তার কর্মস্থলে হাজির হয়ে কাজ শুরু করতে যায়। হঠাৎ করেই বিদ্যুৎপৃষ্ট হয় সে। ঘটনাস্থলে থাকা সহকর্মীরা তাকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যায়, হাসপাতালের চিকিৎসকরা মাসুদ কে মৃত বলে ঘোষণা করে। বৃহস্পতিবার দুপুরে চেন্নাইয়ের কেএমসি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে দেহের ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হয়। শুক্রবার সকালে গ্রামের বাড়িতে মাসুদের মৃতদেহ পৌঁছানোর কথা রয়েছে। পরিবার সূত্রে খবর, দূর্ঘটনায় ওই পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যুতে পরিবারকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিতে রাজি হয়েছে মালিকপক্ষ। এই ঘটনায় রামচন্দ্রপুর এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

জিনকরা মসজিদে ইমামদের সভা

আর এ মণ্ডল ● ইন্দাস

আপনজন: বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস ব্লকের জিনকরা নতুন মসজিদে ১৭ অক্টোবর জেলা ইমাম পরিষদের ৭ নভেম্বর বার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষ্যে এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হল। শুরুতে কুরআন মজিদ থেকে পাঠ করেন নুরুল ইসলাম সাহেব। আগামী সম্মেলন বিষয়ের উপর আলোচনা করেন জেলা কমিটির সম্পাদক মাওলানা শরিফুল ইসলাম। সভায় উপস্থিত ছিলেন জেলা কমিটির সম্পাদক মৌলানা শরিফুল ইসলাম, সভাপতি মুফতি মুখতার,ইন্দাস ব্লক কমিটির সভাপতি হাফিজ সোহরাব, সম্পাদক মাওঃ মঈনুদ্দিন, হাফিজ ইসমাইল (কোতুলপুর), হাফিজুর রেজাউল,মৌলানা আজিজুল ইসলাম প্রমুখ। এছাড়াও ছিলেন ব্লকের বিভিন্ন মসজিদের ইমাম, মুয়াজ্জিনগণ এবং সাধারণ সদস্য মুহাম্মাদ ইউনাস এবং বেশ কিছু বিশিষ্ঠ ব্যাক্তি। দোওয়ার মাধ্যমে সভা শেষ হয়।

কালীপুজার আগে নিষিদ্ধ শব্দবাজি উদ্ধার

বাবলু প্রামানিক ● বারুইপুর

আপনজন: দীপাবলির আগেই নিষিদ্ধ শব্দ বাজি উদ্ধার। হাড়াল থেকে বস্তা করে নিষিদ্ধ শব্দবাজি নিয়ে অটো করে তা উস্থির দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বারুইপুর থানার পুলিশ হাড়াল এলাকা থেকে অটোটিকে বাজেয়াপ্ত করে। উদ্ধার করে বস্তা ভর্তি ৩ হাজার চকোলেট বোম। পুলিশ দুইজন কে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃত দের নাম মোজারুল শেখ ও প্রল্লাদ হালদার। দুজনের বাড়ি জনের বাড়ি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার উস্তি এলাকার। এই বাজি বিক্রির জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।প্রচুর পরিমাণে নিষিদ্ধ শব্দ বাজি সহ গ্রেফতার দুই , গ্রেফতার করে বারুইপুর থানার পুলিশ। দুজন বারুইপুর মহুকুমা আদালতে পেশ করা হয়। গোপন সূত্রে বারুইপুর থানার পুলিশ খবর পেয়ে বাইপাসের পুরন্দরপুরে একটি অটোতে তল্লাশি চালিয়ে নিষিদ্ধ শব্দবাজি বাজেয়াপ্ত করে। তারপর গ্রেপ্তার হয় দুজন।।

বাদুড়িয়ায় মাসব্যাপী জল যন্ত্রণা, এ বছর গ্রামে হল না লক্ষ্মীপুজো

এহসানুল হক ● বসিরহাট

আপনজন: এবার লক্ষ্মীপুজোয় লক্ষ্মী ঢুকলো না গ্রামে, হচ্ছে না পুজো, বৃহস্পতিবার সকাল এগারোটা নাগাদ লক্ষ্মীপুজোর দিনে এলাকায় গিয়ে দেখা মিলল এমনি চিত্র।বাদুড়িয়ার চাতরা গ্রাম পঞ্চায়েতের সলুয়া গ্রাম সহ ১০ , ৯ , ৮ , ৭ নাম্বার বুথ ও পার্শ্ববর্তী বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন দীর্ঘদিন ধরে। মানুষের সহ জনজীবন বিপর্যস্ত। তাই এইসব গ্রামে এবার লক্ষ্মীপুজোয় লক্ষ্মী ঢুকলো না গ্রামে। এলাকার কোন বাড়িতেই লক্ষ্মীপূজা হল না। বাড়ির ভেতরে জল , এলাকায় জল , চাষের জমি জলের তলায় , লক্ষ্মীপূজো হবে কোথায় ? তাই লক্ষ্মীপূজো বন্ধ এইসব গ্রামে। স্থানীয়দের কথায় জানা যায়,দীর্ঘ এক মাসের বেশি এই সব গ্রামে জল যন্ত্রণায় ভুগছে কয়েক হাজার মানুষ । প্রশাসনের কোনোরকম নজর নেই এইসব এলাকায় এমটাই অভিযোগ তাদের।

গ্রামের মানুষ বহুবার প্রশাসনকে জানিয়েও কোন কাজ হয়নি। উল্লেখ্য, প্রায় প্রায় একমাস আগে নিম্নচাপে জেরে বৃষ্টি শুরু হয়, সেই বৃষ্টির জেরে পার্শ্ববর্তী পদ্মা ও জমুনা নদীর জলে প্লাবিত হয়ে যায় বাদুড়িয়ার বিস্তীর্ণ এলাকা। এক মাস হয়ে গেলেও এখনো এলাকা থেকে জল সরেনি। যার ফলে এলাকার মানুষের দুর্ভোগ চরমে। এলাকার মানুষের অভিযোগ, প্রশাসনের গাফিলতির ফলেই এই এলাকা প্রতিবছর জলভাগ্ন হয়ে যায়, সরকারের তরফ থেকে যদি যমুনা ও পদ্মা নদীর সংস্কারের কাজ না হয় তাহলে আরো এই জল যন্ত্রণায় ভুগতে হবে।

তারা আরো অভিযোগ করেন, প্রশাসনের তরফ থেকে দুই এক দিন ত্রাণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল কিন্তু বেশিরভাগ দিনে কোন ত্রাণ পাওয়া যায়নি। যদিও এলাকার পঞ্চায়েত প্রধান আসলাম উদ্দিন বলেন, আমরা প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলেছি, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জল কমে গেলে যমুনা ও পদ্মা নদীর সংস্কারের কাজ শুরু হবে। যারা জলবন্দি রয়েছেন তাদের ত্রাণের ব্যবস্থা করেছি, পাশাপাশি তাদের থাকা খাওয়ার ও ব্যবস্থা রয়েছে। আমরা সাধ্যমত চেষ্টা করছি এলাকা থেকে জল সরানোর। কিন্তু এইসব এলাকা নিচু সেই জন্য বর্ষা হলেই জল আর সরছে না, যার ফলে এলাকা প্লাবিত হচ্ছে। এদিন বাদুড়িয়ার কংগ্রেসের সভাপতি অসীম ব্যানার্জি ওরফে রাখাল বলেন, বহুদিন ধরে জল যন্ত্রণায় ভুগছেন ওইসব এলাকার মানুষ। যারা প্রশাসনে রয়েছেন তারা এই নিয়ে নির্বিকার। প্রশাসন যদি পদ্মা এবং যমুনা নদীর সংস্কার না করে তাহলে আরো খারাপ অবস্থার মধ্যে এইসব এলাকার পড়বে।

সাইনবোর্ড লিখে জীবিকা নির্বাহ করা মানবিক ইমাম মুস্তাকিম আর নেই

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বর্ধমান

আপনজন: সাইনবোর্ড লিখে জীবিকা নির্বাহ করা মানবিক ইমামের বিদায়ে শোকের ছায়া নেমেছে এলাকায়। দীর্ঘ প্রায় ৪০ বছর ধরে বর্ধমান তাবলীগ জামাতের মার্কাজ (সদর দপ্তর) নূরানী মসজিদে ঈমাম হিসাবে নিযুক্ত থাকা হাফেজ শেখ মুস্তাকিম সাহেবের পরকালে যাত্রা যেন দৃষ্টান্ত হয়ে রইল। আত্মশুদ্ধির পথে মানুষকে আহ্বান জানাতে এবং ধর্মপ্রচারে যাওয়ার পথে গত শনিবার সকালে গোলাহাট মসজিদে তার মৃত্যু হয়। জানা গেছে, হাফেজ শেখ মুস্তাকিম সাহেব গোলাহাট মসজিদের কাছাকাছি পৌঁছে শারীরিক অসুস্থতা অনুভব করলে ওই মসজিদের ভিতরেই বিশ্রামকালীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

পরিবার সূত্রে জানা যায়, ১৯৬২ সালে জন্মগ্রহণ করেন তিনি, দ্বীনী পথে নিজের জীবনকে অতিবাহিত করার লক্ষ্যে পবিত্র কুরআনের হাফেজ হয়ে ওঠেন। পরবর্তীতে শুরু করেন ইমামতি। ইমামতির পাশাপাশি জীবিকা হিসেবে তিনি সাইনবোর্ড লেখার কাজ করতেন। ফ্লেক্স কম্পিউটার প্রিন্টের যুগেও বর্ধমানের অলিতে গলিতে আজও ইমাম সাহেবের লেখা ১০-১৫ বছর আগেকার সাইনবোর্ড খুঁজে পাওয়া যাবে। মরহুম ইমামের ছোট ছেলে শেখ নাসির উদ্দিন বলেন, আব্বা কোরআনের হাফেজ ছিলেন, প্রায় ৪০ বছর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ইমামতি করেছেন, পাশাপাশি আব্বার জীবিকা ছিল সাইনবোর্ড লেখা।

১০-১৫ বছর আগ পর্যন্ত প্রায় ৩০ বছর তিনি ওই কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ফ্লেক্স বা কম্পিউটার প্রিন্টিং এর প্রচলন হওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি ওই কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আল্লাহর প্রতি অনুগত্য, ধর্মের প্রতি একনিষ্ঠতা, ধর্ম প্রচারের প্রতি ভালোবাসা, সাধারণ জীবন যাপন এবং সাইনবোর্ড লিখে জীবিকা নির্বাহ করা ইমাম সাহেবের ব্যতিক্রমী জীবনযাপন মানুষের নজর কাড়ত। সম্প্রতি আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে পরকালে পাড়ি দিয়েছেন মানবিক এই ইমাম। রেখে গিয়েছেন স্ত্রী ও চার পুত্র সহ পরিবার-পরিজনকে। এ দিন মরহুম হাফেজ শেখ মুস্তাকিম সাহেবের জানাজা নামাজে উপস্থিত ছিলেন অগণিত মুসল্লি।

ডেঙ্গু জ্বর নিয়ে সভা গ্রামীণ ডাক্তারদের

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: বৃহস্পতিবার মুর্শিদাবাদ গ্রামীণ চিকিৎসক সমিতির উদ্যোগে রাণীনগর ১ ব্লক কমিটির উদ্যোগে গোয়াসের বিকন ডিএড কলেজে সংগঠনের ৭ তম ব্লক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ডেঙ্গু নিয়ে সচেতনতা করতে মুর্শিদাবাদের স্বনামধন্য ডাক্তারবাবু ও প্রশাসনিক আধিকারিকদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এই দিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন শিশু বিশেষজ্ঞ ডাক্তার মোহাম্মদ আলী, মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজের প্রসূতি ও স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার আন্তাজ আলী,ইসলামপুর গ্রামীণ হাসপাতালের ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ হাসানুর হাসান,ইসলামপুর থানার ওসি নির্মল দাস, রাণীনগর ১ ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক সৈকত বিশ্বাস, মুর্শিদাবাদ গ্রামীণ চিকিৎসক সমিতির জেলা সভাপতি আশরাফুল ইসলাম,জেলা সম্পাদক নুরুল ইসলাম,ব্লক সভাপতি আক্তারুল ইসলাম,ব্লক সম্পাদক ইমাম হোসেন,ব্লক কোষাধ্যক্ষ সাদ্দাম হোসেন মিঠু সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। এই দিনের সভায় ব্লকের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় শতাধিক গ্রামীণ চিকিৎসকগন অংশগ্রহণ করেন। ইসলামপুরে বেড়েছে ডেঙ্গু জ্বরের প্রকোপ। ডেঙ্গু জ্বর থেকে রক্ষা পেতে আমাদের কি করণীয় ও এই রোগের চিকিৎসা পদ্ধতি বিষয়ে আলোকপাত করেন ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ হাসানুর হাসান,সাপে কামড়ানো বা বিষ খাওয়া রোগীদের কোন ওঝার কাছে না নিয়ে গিয়ে সরাসরি হাসপাতালে আসার পরামর্শ দেন ইসলামপুর থানার ওসি নির্মল দাস। বিভিন্ন রোগ নিয়ে আলোচনা করেন মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজের ডাক্তার আনতাজ আলী ও ডাঃ মোহাম্মদ আলী।

ঝাড়গ্রামে লক্ষ্মী পুজোয় বিশেষ জিলিপি

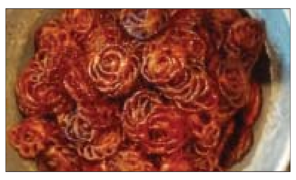

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ঝাড়গ্রাম

আপনজন: লক্ষ্মী পূজার বিশেষ আকর্ষণ জিলিপি। ঝাড়গ্রাম জেলার বিনপুর দুই ব্লকের হাড়দায় লক্ষ্মীপূজোর বিশেষ আকর্ষণ জিলিপির। লক্ষী পূজা উপলক্ষে হাড়দা গ্রামে মেলা বসে,এই মেলা ঘিরেই স্থানীয়দের মধ্যে তুমুল আগ্রহ তৈরি হয়েছে। বিনপুর দু'নম্বর ব্লকের হাড়দা গ্রামের লক্ষ্মীপুজো এবছর ১৬২ বছরে পড়েছে। দেবী লক্ষ্মী ও সরস্বতীকে একই আসনে রেখে পুজো করা হয়। তাদের উপরে রাখা হয় নারায়ন এর বিগ্রহ।আর এই লক্ষ্মীপুজাকে কেন্দ্র করে পাঁচ দিন ধরে বসে মেলা। মেলার বিশেষ আকর্ষণ জিলিপি। মেলার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের খাবারের সহ অন্যান্য দোকান থাকলেও জিলিপির দোকান থাকে মাত্র একটি। তাও আবার নিলামের মাধ্যমে নিতে হয় ব্যবসায়ীকে।

লক্ষ্মীপুজোর উদ্বোধনে জেলা পরিষদ সদস্য

সুরজীৎ আদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: দুর্গাপুজোয় কলকাতা সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে থিমপুজোর যেমন লড়াই দেখা যায়। ঠিক তেমনি লক্ষ্মীপুজোতেও থিম পুজো হয় হাওড়ার খালনায়। খালনা গ্রামকে লক্ষী গ্রাম বলা হয়ে থাকে।

তবে খালনার পাশাপাশি উলুবেড়িয়ার রাজাপুর থানার তুলসীবেড়িয়ার কামিনা সহ বিভিন্ন জায়গাতেও কম-বেশি লক্ষীপুজো হয়ে থাকে।

বৃহস্পতিবার কুলগাছিয়া জানবাড় ইয়ং স্পোর্টিং ক্লাবের লক্ষীপুজোর শুভ উদ্বোধন করলেন হাওড়া জেলা পরিষদের সদস্য দুলাল চন্দ্র কর।

এছাড়াও সঙ্গে ছিলেন চণ্ডীপুর গ্রাম পঞ্চায়েত উপ-প্রধান রেজাউল হক মোল্লা,বিশিষ্ট সমাজসেবী বিশ্বনাথ মুখার্জী সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেল কামাখ্যা সুপার ফার্স্ট

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: ভয়াবহ দূর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেল ১২৫৫২ কামাখ্যা এস.এম.ভি.টি এ.সি সুপার ফার্স্ট এক্সপ্রেস। বৃহস্পতিবার সকাল ১০ টা ৩৩ নাগাদ শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ওই ট্রেনটি কামাখ্যা থেকে বেঙ্গালুরু যাওয়ার পথে বাঁকুড়া স্টেশনের দু'নম্বর প্লাটফর্মে পৌঁছানোর পর ট্রেনটির নিচের অংশ থেকে প্রচণ্ড পরিমানে ধোঁওয়া বেরোতে দেখা যায়। ধোঁওয়ায় ভরে যায় পূরো এলাকা। আতঙ্কিত পড়েন যাত্রীরা। এই অবস্থায় ট্রেন থেকে অনেকেই নেমে পড়েন। পরে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান রেল দপ্তরের আধিকারিকরা। এই ঘটনায় ক্ষয়ক্ষতির কোন খবর নেই। যদিও নির্ধারিত সময়ের এক ঘন্টারও বেশী সময় পরে ১১ টা ৪২ মিনিট নাগাদ ওই ট্রেনটি বাঁকুড়া স্টেশন ছেড়ে যায় বলে জানা গেছে। যদিও এবিষয়ে রেল কর্তৃপক্ষের কোন প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

শান্তিনিকেতন মেডিকেলে বিজয়া সম্মেলন

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: বাঙালি অনত্যম শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গোৎসব কেবলমাত্র শেষ হয়েছে। এরপর বিভিন্ন জায়গায় শুরু হয়েছে বিজয়া সম্মেলনী। তাই পজিটিভ বার্তার উদ্যোগে "বিকাশ টক" নিয়ে আলোচনা সভা ও বিজয়া সম্মেলনি অনুষ্ঠিত হয় শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল সভা কক্ষ ঘরে। এই বিজয়ার সম্মেলনীতে উপস্থিত ছিলেন শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজের কর্ণধার ডক্টর মলয় পিঠ মহাশয়, ছাত্র-ছাত্রী ও মেডিকেল কলেজের প্রফেসার, ডাক্তার সহ অন্যান্য কর্মীবৃন্দ।

এই বিজয়া সম্মেলনীতে যারা উপস্থিত ছিলেন সকলকে মিষ্টিমুখ করানো হয় মেডিকেল কলেজের পক্ষ হইতে। এই অনুষ্ঠানে পজিটিভ বার্তার বিভিন্ন পজিটিভ চিন্তা-ধারা নিয়ে আলোচনা করা হয়।

নৈতিকতার সঙ্গে আধুনিকতার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ত্বৈবা গার্ডেন মডেল স্কুল

নাজমুস সাহাদাত ● কালিয়াচক

শিক্ষার্থী পরিমণ্ডিত ত্বৈবা গার্ডেন মডেল স্কুল। সাংবাদিকের মুখোমুখি ত্বৈবা গার্ডেন গ্রুপ অফ ইনস্টিটিউশনসের পরিচালন সুহাইরুদ্দীন নূরানী।

আপনজন: শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড, শিক্ষাই জীবনের আলো। শুধুমাত্র পাঠ্য বইয়ের শিক্ষা সীমাবদ্ধতা নয়। ধর্মীয় ও মানবিকতার শিক্ষা, দেশ ও মানুষের কল্যাণ করাই প্রকৃত শিক্ষা। প্রসঙ্গত, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার তপনের বাঘইটে বহুমুখী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে ত্বৈবা গার্ডেন মডেল স্কুল। ২০১৩ সাল থেকে শুরু হওয়া এই প্রতিষ্ঠানটি সমাজের দুঃখে পাশে দাঁড়ানোর জন্য চিকিৎসক, ইঞ্জিনিয়ার, আইনজীবী, সিভিল সার্ভেন্ট, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি তৈরি করার সাথে সাথে নৈতিক মূল্যবোধের ও ভালো চরিত্রের মানুষ যাতে তৈরি হয় তার প্রতিনিয়ত প্রচেষ্টা চালাচ্ছে মডেল স্কুল। দক্ষিণ দিনাজপুরের তপনে অবস্থিত এই প্রতিষ্ঠানটি বিগত এক দশকে যথেষ্ট সাফল্য লাভ করেছে এবং পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলিতে বিহার, ঝাড়খন্ড, অসম, আন্দামান, ওড়িশা প্রভৃতি রাজ্যে ছড়িয়ে আছে ত্বৈবা গার্ডেন মডেল স্কুল। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রয়েছে, কলেজ অফ ইসলামিক সাইন্স, স্কুল অফ কুরআন, পাবলিক স্কুল, ছেলে ও মেয়েদের জন্য পৃথক মডেল স্কুল, ছেলে ও মেয়েদের জন্য পৃথক অরফ্যানেজ (এতিমখানা), এই ধরনের শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান এর পাশাপাশি সাংস্কৃতিক সচেতনতা আর মূল্যবোধ বিষয়ক অনুষ্ঠান ও সমাজসেবামূলক বিভিন্ন ধরনের কাজ এই প্রতিষ্ঠানে হয়।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে জানা যায়, একটি বাচ্চাকে প্রকৃত অর্থে ভবিষ্যৎ সমাজের চরিত্রবান মানুষরূপে গড়ে তুলতে নৈতিক মূল্যবোধের শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অংশ। সমাজের প্রতিটি বাচ্চাকে শৈশব কাল থেকেই নৈতিক মূল্যবোধের শিক্ষা প্রদান করা জরুরী। এই উদ্দেশ্যকেই সামনে রেখে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের বাচ্চাদের মসজিদ ও মক্তবে বুনিয়াদি ইসলামিক শিক্ষা দিতে ত্বৈবা মোরাল একাডেমির পথ চলা শুরু হয়। আমাদের মূলমন্ত্র হলো "নৈতিকতার সঙ্গে আধুনিকতা" যা আমাদের শিক্ষা দর্শনকে পরিচালিত করে। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, শিক্ষার প্রকৃত সফলতা তখনই অর্জিত হয় যখন এটি উন্নত প্রযুক্তির সাথে একটি শক্তিশালী নৈতিক ভিত্তির সমন্বয় ঘটায়। এছাড়াও আমাদের লক্ষ্য হল, শিক্ষার্থীদের এমন একটি পরিবেশ প্রদান করা, যেখানে তারা আধুনিক শিক্ষা ও প্রযুক্তির সুবিধাগুলো গ্রহণের পাশাপাশি, সামাজিক মূল্যবোধ ও মানবিক গুণাবলীর বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হয়। আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে, শিক্ষার মাধ্যমে ছাত্ররা শুধু জ্ঞান অর্জন করবে না, বরং পেশাদার, দায়িত্ববান, সহানুভূতিশীল ও সুশৃঙ্খল নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠবে। এখানে দশম শ্রেণী পাশ ছাত্র ছাত্রীদের জন্য একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী কলা, সায়েন্স ও কমার্স বিভাগে সম্পূর্ণ নৈতিক পরিবেশে পড়ার সুযোগ রয়েছে এই কলা ও সায়েন্স কলেজে। বিজ্ঞান বিভাগে যে সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা ভর্তি হবে তাদের মেধার ভিত্তিতে ভারতীয় (মেডিক্যাল প্রবেশিকা) পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য সম্পূর্ণ বিনামূল্যে কোচিং এবং মেধার ভিত্তিতে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ডাক্তারি পড়ার সুযোগ পাবে। এছাড়াও বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতির কোচিং দেওয়ার ক্যারিয়ার গাইডেন্স ও কাউন্সেলিং এর মাধ্যমে ল কলেজ সহ অন্যান্য বিশেষ জায়গায় পড়ার সুযোগ রয়েছে। ত্বৈবা গার্ডেন গ্রুপ অফ ইনস্টিটিউশনস এর পরিচালক আইনজীবী সুহাইরুদ্দীন নূরানী জানান, এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষক হলেন, নবজাগরণের এক ওয়াকিং লেগ্যাসি, একজন অনুপ্রাণিত পন্ডিত, মনমুগ্ধকর স্বপ্নদ্রষ্টা, শান্তি ও সম্প্রীতির রাষ্ট্রদূত এবং ক্যারিশমাটিক নেতা শেখ আবুবকর আহমেদ। তিনি ভারতের গ্র্যান্ড মুফতি এবং তিনি ভারতীয় মুসলমানদেরকে শিক্ষামূলক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিকভাবে সমৃদ্ধি ও নবজাগরণের নতুন দিগন্ত। জামিয়া মারকাজ এর প্রতিষ্ঠাতা ও পিতা, তার পাশাপাশি বহু শিক্ষামূলক আন্দোলনের চালিকাশক্তি, হাজার হাজার প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষক এবং বিশ্বব্যাপী ভারতীয় মুসলমানদের মর্যাদাপূর্ণ প্রতিভা। মারকাজ ভারতের ২২ টি রাজ্যে শিক্ষামূলক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ত্বৈবা গার্ডেন, বেঙ্গল মারকাজ, উত্তর-পূর্ব রাজ্যের মারকাজের শিক্ষামূলক কার্যক্রমের শাখা। ত্বৈবা মডেল স্কুল নৈতিকতা এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মেলবন্ধনের এক দৃঢ় ভিত্তিসহ শিশুদের লালন-পালনের জন্য নিবেদিত একটি বিশিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি হল, এমন একটি সমাজ গড়ে তোলা যেখানে পুরুষদের পাশাপাশি নারীদের স্বনির্ভর করে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক অগ্রগতিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার অধিকার প্রদান করা।

মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রদান করা, বঞ্চিত এবং স্বল্পশিক্ষিত এলাকায় শহর ও গ্রামীণ একটি কার্যকর প্রভাব তৈরি করা। বর্তমানের মেয়েরা ভবিষ্যতের মা। আর সমাজের একজন প্রকৃত মানুষ হওয়ার শিক্ষা শৈশবে তার মায়ের কোলেই শুরু হয়। তাই মায়েদের অর্থাৎ মেয়েদের সঠিক শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই ত্বৈবা হাদিয়া একাডেমির মাধ্যমে বর্তমানের মেয়েদের ভবিষ্যতের একজন সুশিক্ষিত মা তথা সমাজ গঠনের একজন সুদক্ষ কারিগর হিসেবে গড়ে তুলতে এখানে মেয়েদের জন্য শিক্ষার বিশেষ সুব্যবস্থা রয়েছে। এখানে ইসলামিক শিক্ষার সাথে সাথে আধুনিক সময়োপযোগী শিক্ষাও প্রদান করা হয়।

টাকার মায়া ছেড়ে দিয়ে হলেও খেলতে চান পল পগবা

আপনজন ডেস্ক: নিষেধাজ্ঞা কাটিয়ে জুভেন্টাসের হয়েই মাঠে ফিরতে চান পল পগবা। সে কারণে প্রয়োজনে বেতন কমাতেও রাজি এই ফরাসি ফুটবলার। গতকাল ইতালিয়ান পত্রিকা লা গাজেত্তা দেল্লো স্পোর্তকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে নিজের এই ইচ্ছার কথা জানিয়েছেন পগবা। আর ব্রিটিশ টেলিভিশন চ্যানেল স্কাই স্পোর্টসের সঙ্গে আলোচনায় নিজেকে নির্দোষ দাবি করেছেন।
নিষিদ্ধঘোষিত ড্রাগ গ্রহণের দায়ে ৪ বছরের জন্য নিষিদ্ধ হন পগবা। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে ঘোষিত এই শাস্তির পর ৩১ বছর বয়সী পগবার ফুটবল ক্যারিয়ারও শেষ ধরে নিয়েছিলেন অনেকে।
তবে আন্তর্জাতিক ক্রীড়া আদালতে (সিএএস) আপিলের প্রেক্ষিতে পগবার নিষেধাজ্ঞা ৪ বছর থেকে নেমে এসেছে ১৮ মাসে। ফরাসি এই মিডফিল্ডার আগামী বছর জানুয়ারি থেকে অনুশীলন করতে পারবেন এবং প্রতিযোগিতামূলক খেলায় ফিরতে পারবেন ১১ মার্চ থেকে, তাঁর ৩২তম জন্মদিনের চার দিন আগে। স্বাভাবিকভাবেই তাই ফুটবলে নতুন অধ্যায় শুরুর কথা ভাবছেন পগবা। আর তিনি এই শুরুটা করতে চান জুভেন্টাসকে দিয়েই।
নিজের ইচ্ছার কথা পগবা জানিয়েছেন এভাবে, 'জুভেন্টাসের হয়ে আবার খেলার জন্য আমি টাকা ছাড়তেও রাজি আছি। এই ক্লাবের হয়েই আমি ফিরতে চাই। বাস্তবতা হচ্ছে, আমি জুভেন্টাসের খেলোয়াড়, আমি তাদের হয়ে খেলার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি।'
২০২২ সাল থেকে পগবা খেলছিলেন জুভেন্টাসের হয়ে। ক্লাবটির সঙ্গে তাঁর ২০২৬ সালের জুন পর্যন্ত চুক্তি আছে। বর্তমানে তাঁর বাজারমূল্য ৮০ লাখ ইউরো। তবে নিষেধাজ্ঞা শুরুর পর থেকে মাসে ২ হাজার ইউরোর চেয়ে একটু বেশি পাচ্ছেন পগবা।
গত বছরের ২০ আগস্ট সিরি 'আ'তে জুভেন্টাস-উদিনেসে ম্যাচের পর পগবাকে ঘিরে ডোপ-কাণ্ডের শুরু হয়। ডোপ পরীক্ষায় তাঁর শরীরে টেস্টোস্টেরনের (পুরুষদের প্রধান স্টেরয়েড হরমোন, যা শুক্রাশয়ে উৎপন্ন হয়) মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার বিষয়টি ধরা পড়ে।
এই পরীক্ষার পর সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে সাময়িকভাবে পগবাকে নিষিদ্ধ করে ইতালির ন্যাশনাল অ্যান্টি-ডোপিং ট্রাইবুন্যাল (নাডো)। তবে চার বছরের নিষেধাজ্ঞার ঘোষণা আসে সে বছরের অক্টোবরে নমুনা পরীক্ষায় একই ফল আসার পর।
পগবার শাস্তি কমার ঘোষণা আসার পরও জুভেন্টাস পগবার সঙ্গে চুক্তি বাতিল করতে চায়, বেশ কয়েক দিন ধরেই এমন খবর দিচ্ছে ইতালির সংবাদমাধ্যমগুলো।
ফ্রান্সের হয়ে ২০১৮ বিশ্বকাপ জেতা তারকা অবশ্য অন্য স্বপ্নই দেখছেন, 'নতুন এক পগবাকে মাঠে দেখা যাবে, ক্ষুধার্ত, জ্ঞানী এবং আরও শক্তিশালী...আমি শুধু ফুটবল খেলতে চাই। জুভদের হয়ে অনুশীলন ও খেলতে প্রস্তুতি নিতে চাই। আমি জুভেন্টাসের খেলোয়াড়, আমার মনে এখন এটাই।'
স্কাই স্পোর্টসের সঙ্গেও কথা হয়েছে পগবার। সেখানে তিনি নিজেকে নির্দোষ দাবি করে বলেছেন, 'আমি এমন একজন, যে খেলাটিকে ভালোবাসে। আমি কখনো প্রতারণা করতে পারি না। আমি ন্যায্যভাবে জিততে পছন্দ করি। আমি পরাজিত কিন্তু প্রতারক নই।'
এর আগে গত সোমবার লেকিপকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে পগবা বলেছিলেন, 'ফুটবল একটি স্ট্রবেরি কেক, যা আমার মুখ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে।'

আট বছর পর তিনে নেমে কোহলির শূন্য

আপনজন ডেস্ক: বেঙ্গালুরু টেস্টে আজ দ্বিতীয় দিনে বিরাট কোহলিকে তিনে নামতে দেখে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে একটি পোস্ট করেন সঞ্জয় মাঞ্জরেকার। ভারতের সাবেক এই ক্রিকেটার ও বিশ্লেষকের সেই পোস্ট দেখে মন খারাপ করতে পারেন সৌরভ গাঙ্গুলী ও শচীন টেন্ডুলকার।
মাঞ্জরেকার সেই পোস্টে লিখেছেন, 'বিরাট কোহলিকে টুপি খোলা অভিনন্দন। দলের প্রয়োজনে ৩ নম্বরে ব্যাটিং করতে নেমেছে। গাঙ্গুলী-টেন্ডুলকার সাদা বলের ক্রিকেটে ওপেন করতে উন্মুখ হয়ে থাকতেন। কিন্তু টেস্টে কখনো ব্যাটিং অর্ডারে ওপরে নামতে চায়নি। বিরাট সত্যিকারের চ্যাম্পিয়ন।'
বেচারা মাঞ্জরেকার! মুখের কথা মুখেই থাকল, ওদিকে তিনে নেমে কোহলি টিকলেন মাত্র ৯ বল। কিউই পেসার উইলিয়াম ও'রুকির বলে লেগ গালিতে ক্যাচ দিয়ে ফেরেন কোহলি। আউট হন শূন্য রানে। মাঞ্জরেকারও পাল্টে ফেলেন কথার সুর। কোহলির সাহসিকতার প্রশংসা করলেও শূন্য রানে আউট হওয়ায় তাঁর ব্যাটিং কৌশলের সমালোচনা করে এক্সে আরেকটি পোস্ট করেন, 'আগেও বলেছি, সামনেও একই কথা বলব। প্রতি বলেই সামনের পায়ে এসে বিরাট নিজের সমস্যাগুলোকে আরও জটিল করে তুলেছে। সেটা (বলের) লেংথ যা-ই হোক না কেন। আজ যে বলে আউট হয়েছে, সেটি আরাম করে পেছনের পায়ে খেলা যেত।'
নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজের আগে বাংলাদেশের বিপক্ষে আগের সিরিজে ভারতের চার ইনিংসেই তিনে ব্যাট করেছেন গিল। গত বছর জুলাই থেকে টেস্টে ভারতের ব্যাটিং অর্ডারে তিনে তিনি নিয়মিত। কিন্তু বেঙ্গালুরু টেস্ট শুরুর আগে কাঁধে ও ঘাড়ে গিল ব্যথা অনুভব করায় তাঁকে বিশ্রাম দেয় ভারতের টিম ম্যানেজমেন্ট। সে কারণে সরফরাজ খানকে নিজের চার নম্বর জায়গাটা ছেড়ে দিয়ে ব্যাটিংয়ে এক ধাপ ওপরে ওঠেন কোহলি।
টেস্টে কোহলি সর্বশেষ ফিফটি পেয়েছেন ৭ ইনিংস আগে—গত বছর সেঞ্চুরিয়নে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে। এই সংস্করণে তাঁর সর্বশেষ সেঞ্চুরি ৯ ইনিংস আগে—গত বছর পোর্ট অব স্পেনে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে। অবস্থা এমনই যে, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কেউ কেউ তাঁকে টেস্ট সংস্করণ থেকে অবসর নেওয়ার পরামর্শও দিচ্ছেন।
৩৫ বছর বয়সী কোহলি কবে কোন সংস্করণ ছাড়বেন, সেই সিদ্ধান্ত তাঁর। তবে আজ কোহলিকে তিনে নামতে দেখে কেউ কেউ নিশ্চয়ই অবাকও হয়েছেন। হয়তো স্মরণ করার চেষ্টা করেছেন টেস্টে তিনে কোহলি এর আগে সর্বশেষ নেমেছিলেন কবে? আট বছর আগে পোর্ট অব স্পেনে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে। ১১৪ ইনিংস পর আবারও নেমেছেন তিনে। টেস্টে সব মিলিয়ে এ পর্যন্ত ৭ ইনিংসে তিনে ব্যাট করেছেন এই সংস্করণে ১৯৬ ইনিংসে ব্যাট করা কোহলি। তিন নম্বরে তাঁর গড় ১৬.১৬, রান ৯৭। টেস্টে এ নিয়ে ১৫ বার শূন্য রানে আউট হলেন কোহলি। এর আগে এই সংস্করণে কোহলি সর্বশেষ শূন্য রানে আউট হয়েছিলেন এই নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষেই। সেটি ২০২১ সালে ওয়াংখেড়েতে।
ভারতের স্বীকৃত ব্যাটসম্যানদের মধ্যে টেস্টে কোহলির চেয়ে বেশিবার শূন্য রানে আউট হয়েছেন শুধু একজন—বীরেন্দর শেবাগ।
কোহলি তাঁর টেস্ট ক্যারিয়ারে চারে ব্যাট করেছেন সবচেয়ে বেশি। ১৪৮ ইনিংসে এই পজিশনে ৫২.৫৩ গড়ে ৭৩৫৫ রান করেছেন। সেঞ্চুরি ২৫টি, ফিফটি ২১টি। ৩১ ইনিংসে পাঁচে ব্যাট করে ৩৮.৫৭ গড়ে ১০৮০ রান করেছেন কোহলি। ছয়ে ব্যাট করেছেন ৯ ইনিংসে। এ পজিশনে ৪৪.৮৮ গড়ে ৪০৪ রান করেছেন কোহলি। সাতে ব্যাট করেছেন একবারই। সেটি ২০১১ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে মেলবোর্ন টেস্টে। এই সংস্করণে ১৫ বার শূন্য রানে আউট হওয়ার পথে ১২ বারই চারে নেমেছেন কোহলি। ৩, ৫ ও ৬ নম্বরে নেমে একবার করে শূন্য রানে আউট হয়েছেন।
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি রান করা টেন্ডুলকার তাঁর ৩২৯ ইনিংসের টেস্ট ক্যারিয়ারে কখনো তিনে ব্যাট করেননি। টেস্টে একবারই ওপেন করেছেন টেন্ডুলকার। ১৯৯৯ আহমেদাবাদ টেস্টে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ভারতের দ্বিতীয় ইনিংসে ওপেন করে ১৫ রানে আউট হয়েছিলেন। সৌরভ গাঙ্গুলী তাঁর ১৮৮ ইনিংসের টেস্ট ক্যারিয়ারে ১৮ বার তিনে ব্যাটিংয়ে নেমে ৪৭ গড়ে ৭৫২ রান করেছেন। সেঞ্চুরি ৩টি, ফিফটি ২টি। টেস্ট ক্যারিয়ারে একবারই ওপেন করেছেন সৌরভ। সেটি ১৯৯৭ সালে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে টেস্টে।

নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৪৬ রানে শেষ ভারতের ইনিংস

আপনজন ডেস্ক: যে উইকেটে ভারত অলআউট ৪৬ রানে, সেখানে নিউজিল্যান্ডের কী অবস্থা হবে কে জানে! যাঁরা এমনটা ভেবেছেন, তাঁদের ভাবনা সঠিক হয়নি। রোহিত শর্মার দলের মতো ব্যাটিং বিপর্যয় হয়নি নিউজিল্যান্ডের। বেঙ্গালুরু টেস্টের দ্বিতীয় দিনটা সফরকারী নিউজিল্যান্ড শেষ করেছে ৩ উইকেটে ১৮০ রান তুলে। ভারতের চেয়ে ১৩৪ রানে এগিয়ে কিউইরা।
আলোকস্বল্পতায় একটু আগেভাগেই শেষ হয়েছে দিনের খেলা। সহজ হয়ে আসা উইকেটে শেষ বেলায় দ্রুত দুটি উইকেট না হারালে দ্বিতীয় দিনটা আরও ভালোভাবে শেষ করতে পারত নিউজিল্যান্ড। ৬৭ রানে অধিনায়ক টম ল্যাথামকে হারানোর পর উইল ইয়াংকে নিয়ে দ্বিতীয় উইকেটে ৭৫ রান যোগ করেন ডেভন কনওয়ে।
৩২ রানে স্লিপে ক্যাচ দিয়েও রোহিতের সৌজন্যে বেঁচে যাওয়া ইয়াং আর মাত্র ১ রান যোগ করার পর রবীন্দ্র জাদেজাকে সুইপ করতে গিয়ে শর্ট ফাইন লেগে কুলদীপ যাদবের হাতে ক্যাচ দেন।
১৪২ রানে দ্বিতীয় উইকেটের পর নিউজিল্যান্ড তৃতীয় উইকেট হারায় তিন ওভার ও ১৪ রান পরে। এবার ডেভন কনওয়েকে বোল্ড করেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। ১০৫ বলেই ১১ চার ও ৩ ছক্কায় ৯১ রানের ইনিংস খেলে রিভার্স সুইপ করতে গিয়ে ফিরেছেন কিউই ওপেনার। আউট হওয়ার পর কিছুক্ষণ উইকেটে দাঁড়িয়ে ছিলেন কনওয়ে। সেঞ্চুরি হারানোর দুঃখে নয়, অশ্বিনের বল স্টাম্প ভাঙার আগে ভারতের বদলি উইকেটকিপার ধ্রুব জুরেলের গ্লাভসে লেগে বেল পড়েছে কি না, সেটি তৃতীয় আম্পায়ার পরীক্ষা করাতেই কনওয়ের এই অপেক্ষা।
মাত্র দুই ওভার আগেই ঋষভ পন্তের বদলি হিসেবে মাঠে নেমেছিলেন জুরেল। ৩৭তম ওভারের শেষ বলে কনওয়েকে স্টাম্পিং করতে গিয়ে ডান হাঁটুতে চোট পান পন্ত। হাঁটুতে বেলের আঘাতে পড়ে গিয়েছিলেন, এরপর যন্ত্রণাকাতর মুখ নিয়েই খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে মাঠ ছাড়েন পন্ত।
ইয়াং-কনওয়েকে হারানোর পর দিনের বাকিটা সময় পাড় করেন রাচিন রবীন্দ্র ও ড্যারিল মিচেল। বৃষ্টিতে প্রথম দিনটা ভেসে যাওয়া ম্যাচে দ্বিতীয় দিনের মতো আগামীকালও খেলা শুরু হবে সকাল পৌনে ১০টায়।

সংক্ষিপ্ত স্কোর
ভারত ১ম ইনিংস: ৩১.২ ওভারে ৪৬ (পন্ত ২০, জয়সোয়াল ১৩; হেনরি ৫/১৫, ও'রুর্ক ৪/২২, সাউদি ১/৮)।
নিউজিল্যান্ড ১ম ইনিংস: ৫০ ওভারে ১৮০/৩ (কনওয়ে ৯১, ইয়াং ৩৩, রবীন্দ্র ২২*; জাদেজা ১/২৮, অশ্বিন ১/৪৬, কুলদীপ ১/৫৭)।

আইপিএল-এ দিল্লি ক্যাপিটালসে থাকছেন না, নতুন দায়িত্বে সৌরভ

আপনজন ডেস্ক: আইপিএল-এ আগামী ২ বছর দিল্লি ক্যাপিটালসের দায়িত্বে থাকছেন ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার তিনি জেএসডব্লু স্পোর্টসের ডিরেক্টর অফ ক্রিকেট নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি আইপিএল ও উইমেনস প্রিমিয়ার লিগে (ডব্লুপিএল) দিল্লি ফ্র্যাঞ্চাইজির দায়িত্বে থাকছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার এসএ ২০ লিগে প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালস ফ্র্যাঞ্চাইজির দায়িত্বেও থাকছেন সৌরভ। কিন্তু ২০২৫ ও ২০২৬ সালের আইপিএল-এ দিল্লি ক্যাপিটালসের দায়িত্বে থাকছেন না সৌরভ। কারণ, দিল্লি ক্যাপিটালসের যুগ্ম মালিকানা রয়েছে জেএসডব্লু ও জিএমআর গোষ্ঠীর হাতে। চুক্তি অনুযায়ী, ২ বছর পরপর পালা করে আইপিএল ও ডব্লুপিএল-এর দায়িত্বে থাকছে এই দুই সংস্থা। আইপিএল-এর আগামী ২ মরসুমে দিল্লি ক্যাপিটালসের দায়িত্বে থাকছে জিএমআর গোষ্ঠী। সৌরভ এই গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত নন। এই কারণে তিনি আইপিএল-এর পরিবর্তে ডব্লুপিএল ও এসএ ২০ লিগের ফ্র্যাঞ্চাইজির সঙ্গে যুক্ত থাকছেন।
কী ভূমিকায় থাকছেন সৌরভ? জেএসডব্লু স্পোর্টসের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, 'জেএসডব্লু স্পোর্টসের হয়ে ক্রিকেটের যাবতীয় দায়িত্ব পালন করবেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। পুরুষদের আইপিএল-এ দিল্লি ক্যাপিটালস, মহিলাদের ডব্লুপিএল দল, দক্ষিণ আফ্রিকায় এসএ ২০ লিগে প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালসের সঙ্গে যুক্ত থাকবেন সৌরভ।' ২০২৭ সালের আইপিএল-এ জেএসডব্লু স্পোর্টস ফের দিল্লি ক্যাপিটালসের দায়িত্বে ফিরলে সৌরভও দায়িত্বে ফিরবেন।

ভেঙে গেল সৌরভ-রিকি পন্টিং জুটি
২০১৯ সালে দিল্লি ক্যাপিটালসের উপদেষ্টা হিসেবে যোগ দেন সৌরভ। তিনি প্রধান কোচ রিকি পন্টিংয়ের সঙ্গে কাজ করেন। বিসিসিআই সভাপতি হওয়ার পর অবশ্য দিল্লি ক্যাপিটালস থেকে সরে যেতে হয় সৌরভকে। তিনি বিসিসিআই সভাপতির পদে মেয়াদ শেষ করার পর দিল্লি ক্যাপিটালসে ফেরেন। কিন্তু আইপিএল-এ এই ফ্র্যাঞ্চাইজিতে বেশিদিন থাকা হচ্ছে না সৌরভের।

খেলোয়াড়দের হত্যার হুমকি, বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ম্যাচ খেলতে ইন্দোনেশিয়ায় যাবে না বাহরাইন

আপনজন: বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ম্যাচ খেলতে ইন্দোনেশিয়ায় না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাহরাইন। ইন্দোনেশিয়ার সমর্থকেরা বাহরাইনের খেলোয়াড়দের হত্যার হুমকি দেওয়ার পর এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাহরাইন ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (বিএফএ)।
বিএফএ ফিফাকে অনুরোধ করেছে, ম্যাচটি অন্য কোথাও সরিয়ে নিতে। আগামী মার্চে হওয়ার কথা ম্যাচটি। ফিফা ও ইন্দোনেশিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন এ বিষয়ে এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু বলেনি।
১০ অক্টোবর বাহরাইনে এশিয়া অঞ্চলের বাছাইপর্বে মুখোমুখি হয়েছিল বাহরাইন ও ইন্দোনেশিয়া। ২-২ গোলে ড্র হওয়া সেই ম্যাচে নির্ধারিত যোগ করা সময়েরও পরে দেওয়া গোলে ১ পয়েন্ট পেয়েছিল বাহরাইন। বিতর্ক শুরু হয় ওই গোল নিয়েই। ৯০ মিনিট খেলা শেষে আরও ৬ মিনিট সময় যোগ করা হয়েছিল সেই ম্যাচে। কিন্তু বাহরাইন সমতাসূচক গোলটি করে ৯০+৯ মিনিটে। গোল খাওয়ার পর মাঠেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন ইন্দোনেশিয়ান খেলোয়াড় ও স্টাফরা। ইন্দোনেশিয়া ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন অভিযোগ করে, ওমানি রেফারি আহমেদ আল কাফ বাহরাইন গোল না পাওয়া পর্যন্ত খেলা চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। রেফারি পক্ষপাতিত্ব করেছেন বলে সরাসরি অভিযোগ করেছিলেন ইন্দোনেশিয়ার কোচ।
ফুটবলের আইনে অবশ্য বলা আছে, ইলেকট্রনিক বোর্ডে দেখানো যোগ করা সময়টা হলো ন্যূনতম সময়। দরকার হলে ওই সময়ের সঙ্গে আরও সময় যোগ করার ক্ষমতা আছে রেফারির।
ইন্দোনেশিয়া ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাহী সদস্য আরিয়া সিনুলিঙ্গা ম্যাচের পরে রেফারিং নিয়ে বলেন, 'রেফারিং নিয়ে আমরা খুবই হতাশ। মনে হয়েছে বাহরাইনের গোলের জন্যই টেনে লম্বা করা হয়েছে সময়।'
ওই ম্যাচের পর ইন্দোনেশিয়ান ফুটবল ফেডারেশন ফিফা ও এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশনের (এএফসি) কাছে এ নিয়ে অভিযোগ করে। ঘটনা সেখানে থামেনি। ম্যাচের পর ইন্দোনেশিয়ার সমর্থকেরা এএফসি ও বাহরাইন ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলোতে সমালোচনা, গালাগাল করার সঙ্গে বাহরাইনের খেলোয়াড়দের হত্যার হুমকি দেয়। রেফারি আহমেদ আল কাফের নামে ভুয়া অ্যাকাউন্টও খোলা হয়। বিএফএ বাধ্য হয়ে পেজগুলোর কমেন্ট সেকশন বন্ধ করে দেয়। বিএফএর ওয়েবসাইটও ইন্দোনেশিয়ার হ্যাকারদের লক্ষ্যবস্তু হয়।

আইপিএলে ক্লাসেনের বেতন বাড়ছে সাড়ে ৪ গুণ

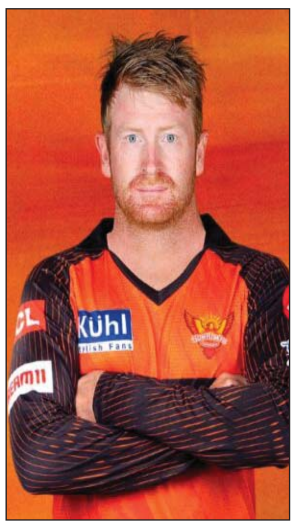

ছবিতে হাইনরিখ ক্লাসেন

আপনজন ডেস্ক: সানরাইজার্স হায়দরাবাদের ভক্ত হলে এই খবরে আপনি খুশিই হবেন। আইপিএলের আগামী মৌসুমেও যে হায়দরাবাদ ঝড় তোলার প্রস্তুতি নিচ্ছে। গত মৌসুমে খেলার ধরন যাঁরা অনেকটাই বদলে দিয়েছেন, সেই হাইনরিখ ক্লাসেন, অভিষেক শর্মা, ট্রাভিস হেডদের নিলামেই তোলার সুযোগ দিচ্ছে না ভারতের তেলেঙ্গানা রাজ্যের ফ্র্যাঞ্চাইজিটি। ক্রিকেট-বিষয়ক ওয়েবসাইট ইএসপিএনক্রিকইনফো জানিয়েছে, তাঁদের ধরে রাখতে কোটি কোটি টাকা খরচ করতে যাচ্ছে হায়দরাবাদ।
আইপিএলের নতুন নিয়ম অনুযায়ী, একটি ফ্র্যাঞ্চাইজি সর্বোচ্চ ছয়জন খেলোয়াড় ধরে রাখতে পারবে। তবে এই ছয়জনের মধ্যে অবশ্যই একজন 'আনক্যাপড' (আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হয়নি) খেলোয়াড় থাকতে হবে। বাকি পাঁচজনের জাতীয় দলে খেলার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। এই পাঁচজন বিদেশিও হতে পারেন অথবা ভারতীয় এবং বিদেশি মিলিয়েও হতে পারে। আনক্যাপড খেলোয়াড়দের জন্য বেতনের সীমা ৪ কোটি টাকা।
বাকি পাঁচজনকে ধরে রাখার নিয়মটা এ রকম—প্রথম তিনজনকে ধরে রাখতে হবে যথাক্রমে ১৮ কোটি, ১৪ কোটি ও ১১ কোটি টাকাতে। শেষ দুজনের জন্য বরাদ্দ ১৮ ও ১৪ কোটি টাকা। তবে চাইলে এই ৭৫ কোটি টাকা পাঁচজন ক্যাপড ক্রিকেটারদের মধ্যে নিজেদের মতো করেও বন্টন করতে পারবে ফ্র্যাঞ্চাইজি।
হায়দরাবাদ এই সুযোগটাই নিচ্ছে। তাই তারা ক্লাসেনকে পেতে খরচ করতে যাচ্ছে ২৩ কোটি টাকা। ধরে রাখা ক্রিকেটারদের মধ্যে তিনি থাকবেন ১ নম্বরে। দক্ষিণ আফ্রিকান এই উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যানকে ২০১৮ সালে ৫০ লাখ টাকাতে কিনেছিল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। গত বছর তাঁকে ৫ কোটি ২৫ লাখ টাকাতে দলে টানে হায়দরাবাদ।
হেড ও অভিষেক গত মৌসুমে বোলারদের ওপর রীতিমতো 'অত্যাচার' করেছেন
হেড ও অভিষেক গত মৌসুমে বোলারদের ওপর রীতিমতো 'অত্যাচার' করেছেনএএফপি
অর্থাৎ, ৫ বছরের ব্যবধানে তাঁর দাম বেড়ে যায় সাড়ে ১০ গুণ। হায়দবাদের হয়ে গত দুই মৌসুম ১৭৭ ও ১৭১ স্ট্রাইক রেটে ব্যাট করেছেন ক্লাসেন। ৪১টি চারের সঙ্গে মেরেছেন ৬৩টি ছক্কা। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর প্রতি অন্য দলগুলোর আগ্রহ বেড়ে গেছে। এ কারণেই ক্লাসেনকে রেখে দিতে ২৩ কোটি টাকা ঢালতে যাচ্ছে হায়দরাবাদ। সেটা হলে এক বছরের ব্যবধানে তাঁর পারিশ্রমিক বাড়বে ৩৩৮ শতাংশ।
ক্রিকইনফো আরও জানিয়েছে, অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ও ওয়ানডে অধিনায়ক প্যাট কামিন্সকেও ধরে রাখতে যাচ্ছে হায়দরাবাদ। তাঁকে রাখা হবে ১৮ কোটি টাকা খরচ করে। আর ওপেনার অভিষেককে রেখে দিতে দেওয়া হবে ১৪ কোটি টাকা। হেড ও নীতীশ রেড্ডিকেও ধরে রাখবে তারা। দ্রুতই সেরে ফেলবে চুক্তি।
মানে, ৭৫ কোটি টাকার বাকি থাকা অংশ দেওয়া হবে এই দুই ক্রিকেটারকে। খেলোয়াড় ধরে রাখা ও ছেড়ে দেওয়ার তালিকা ৩১ অক্টোবরের মধ্যে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডকে (বিসিসিআই) জমা দিতে হবে। আইপিএলে দল তৈরি করতে একটা ফ্র্যাঞ্চাইজি মোট ১২০ কোটি টাকা খরচ করতে পারবে।
হায়দরাবাদ যাঁদের ধরে রাখছে, দলে তাঁদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব একটা ভূমিকা আছে। দুই ওপেনার হেড ও অভিষেক গত মৌসুমে বোলারদের ওপর রীতিমতো 'অত্যাচার' করেছেন। দুজনে মিলে ছক্কা মেরেছেন ৭৪টি। অভিষেক মেরেছিলেন আসরের সর্বোচ্চ ৪২ ছক্কা। অভিষেক মোট রান ছিল ৪৮৪, এর মধ্যে ৩৯৬ রানই বাউন্ডারি থেকে। হেড আর ক্লাসেনকে নিয়ে মনে হয় বাড়তি শব্দ খরচের প্রয়োজন নেই। এই দুজন বোলারদের ত্রাস হয়ে উঠেছিলেন।
কামিন্সের ভূমিকা হবে ভিন্ন। ব্যাটে-বলে তাঁর কাছ থেকে হায়দরাবাদ যতটা না চায়, তার চেয়ে অধিনায়ক হিসেবে প্রত্যাশাটা বেশি। আর নীতীশ গত মৌসুমেই প্রথমবার আইপিএল খেলেছেন। ১১ ম্যাচে মেরেছিলেন ২১টি ছক্কা। সর্বশেষ বাংলাদেশ সিরিজেও সুযোগ পেয়েছিলেন। দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে করেছিলেন ৩৩ বলে ৭৪ রান। তাই মিডল অর্ডারে তাঁর কাছ থেকে আরেকটু বেশি চাইবে দলটি। সব মিলিয়ে দলের মূল ভিত ধরে রেখেই নিলামে যাবে হায়দরাবাদ।
এ দিকে, সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বোলিং কোচের দায়িত্ব ছাড়ার ঘোষণা দিয়েছেন ডেল স্টেইন। দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক এই ফাস্ট বোলার গত রাতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে তাঁর সিদ্ধান্তের কথা জানান। তবে সানরাইজার্সের মালিকানাধীন এসএ২০-এর ফ্র্যাঞ্চাইজি ইস্টার্ন কেপের হয়ে কাজ চালিয়ে যাবেন। এসএ২০-এর প্রথম দুই মৌসুমেই চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ইস্টার্ন কেপ।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**